CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-01 ■ 3 October, 2025 ■ আগরতলা ৩ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ১৭ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বিঘ্নে কাটল দুর্গোৎসব, চলছে ভাসান

আজ কার্নিভ্যাল, প্রস্তুতি তুঙ্গে যান চলাচলে বিধিনিষেধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। নির্বিঘ্নে শেষ হলো শারদ উৎসব। মেঘা সুরের ভ্রুকুটি কিছুটা ছন্দপতন হলেও উৎসবের আনন্দে মাতলো গোটা রাজ্য। শারদ উৎসবে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। প্রতিমা নিরঞ্জনে অব্যাহত রয়েছে। একাদশীতেও শহরের বিভিন্ন ক্লাব গুলি তাদের প্রতিমা নিরঞ্জন করেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার থাকায় দশমী ঘাটেও কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। তবে আজ কার্নিভাল এই উপলক্ষে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যান চলাচলেও কিছুটা বিধি নিষেধ আরোপ করেছে প্রশাসন। মায়ের গমন বা কার্নিভাল অনুষ্ঠানের জন্য আগরতলায় পুলিশের ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের এসপি রাজদীপ দেব জানান, কার্নিভাল উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে থেকে শুরু হবে। এখান থেকে জ্যাকসন গেট, কামান চৌমুহনী , সূর্য চৌমুহনী , পোস্ট অফিস চৌমুহনী , প্যারাডাইস চৌমুহনী , বটতলা হয়ে দশমীঘাট পর্যন্ত মায়ের গমনের যাত্রা হবে। কার্নিভালের সময় শিশু উদ্যান, আইজিএম চৌমুহনী, বটতলা টিআরটিসি কমপ্লেক্স, গান্ধীঘাট থেকে রামকৃষ্ণ মিশন, পূর্ব আগরতলা থানার পেছন থেকে মহানামন্দন এবং উমাকান্ত স্কুল মাঠে যান বাহন পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকবে। রেল ও বিমান যাত্রীদের জন্য রাস্তা খোলা। শুক্রবার সকাল থেকে পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জন। রাজ্যে গতকাল থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত এক হাজার ৬৫৩ টি প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়েছে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানকে ভারতীয় সেনাপ্রধানের হুঁশিয়ারি

ভূ-মানচিত্রে টিকে থাকতে চাইলে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাস বন্ধ করো

জয়পুর, ৩ অক্টোবর ।। পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। শুক্রবার রাজস্থানে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পাকিস্তান যদি ইতিহাস ও ভূ-মানচিত্রে নিজের স্থান ধরে রাখতে চায়, তাহলে তাকে অবিলম্বে রাষ্ট্র-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে হবে। আবারও উসকানি দিলে এবার আর কোনওরকম সংযম দেখানো হবে না। অপারেশন সিন্দুর ১.০-র সময় যেমন ছিলাম, এবার তার থেকেও এক ধাপ এগিয়ে যাব।

তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাদের ভাবতে বাধ্য হতে হবে, তাঁরা আদৌ ইতিহাস ও ভূ-মানচিত্রে থাকতে চায় কি না। ৭ মে চালানো অপারেশন সিন্দুর ১.০-তে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট হামলা চালিয়ে ৯টি জঙ্গি লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করে এবং ১০০-রও বেশি জঙ্গিকে নিকেশ করে। এই অভিযান ছিল ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার (যেখানে ২৬ জন নিরীহ নাগরিক প্রাণ হারান) প্রত্যুত্তর। এর পরপরই পাকিস্তান ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মাধ্যমে ভারতের সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনাকে টার্গেট করে। তবে ভারতীয় সেনা বাহিনী সেইসব হামলা দক্ষতার সাথে প্রতিহত করে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

সেনাপ্রধান দ্বিবেদী সেনাদের উদ্দেশ্যে বলেন, সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকো। ঈশ্বর চাইলে খুব শিগগিরই আবার সুযোগ আসবে নিজেদের শক্তি দেখানোর। শুভকামনা। জয় হিন্দ!

১০ মে পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস ভারতের ডিজিএমও-কে ফোন করে যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানালে ভারতীয় পক্ষ তা মেনে নেয়। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, তিনি দুই দেশের মধ্যে শান্তির সেতুবন্ধ গড়েছেন, তবে ভারত পরিস্কার জানিয়ে দেয়, এই চুক্তিতে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছিল না।

সেনাপ্রধানের হুঁশিয়ারির প্রেক্ষাপটে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। সামরিক সংঘর্ষের কয়েকদিন পর তিনি জানান, অপারেশন সিন্দুর এখনো চলছে, এবং ভবিষ্যতে কোনও উসকানি হলে তার জবাব হবে আরও কঠিন।

একইদিনে ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এপি সিং ৯৩তম বিমান বাহিনী দিবসে জানান, মে মাসে সংঘাতে পাকিস্তানের ৮-১০টি যুদ্ধবিমান (যার মধ্যে ছিল আমেরিকান এফ-১৬ এবং চীনা জেএফ-১৭) ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি পাকিস্তানের তরফে ভারতীয় জেট ধ্বংসের দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, সেগুলো শুধুই মনোহর কাহানী।

তিনি আরও জানান, ভারতীয় বিমানবাহিনীর এই ৩০০ কিমি দূরত্বে চালানো হামলা ছিল আইএএফ-এর ইতিহাসে সর্বাধিক দূরত্বের সফল আঘাত, যা এই বছরের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

সেনাপ্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধানের একের পর এক শক্তিশালী বার্তা স্পষ্টতই বোঝাচ্ছে, ভারত এখন আর কূটনৈতিক সৌজন্যের আড়ালে নয়, বরং শক্তির ভাষায় সাড়া দিচ্ছে সীমান্ত পারের হুমকিকে।

বাংলাদেশে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে নৌকাডুবি শিশুর মৃত্যু

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৩ অক্টোবর।। বিজয়া দশমীর প্রতিমা বিসর্জন পরিণত হল শোকযাত্রায়। গাজীপুরের তুরাগ নদে প্রতিমা বিসর্জনের নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়া দুই শিশুর মধ্যে এক জনের দেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। মৃতের নাম অঙ্কিতা রানী দাস (৪)। শুক্রবার সকালে কালিয়াকৈরের চাপাইর সেতুর কাছে অঙ্কিতার দেহ ভেসে ওঠে। এখনও নিখোঁজ রয়েছে ১০ বছরের তন্ময়।

ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার বিকেলে। পরিবার-পরিজন মিলে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকায় উঠেছিলেন তাঁরা। মাঝনদীতে অন্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মোদীর প্রশংসায় ভাসলেন পুতিন

মস্কো, ৩ অক্টোবর।। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে 'সন্তুলিত ও প্রজ্ঞাবান নেতা' বলে অভিহিত করেছেন। সেই সঙ্গে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের মজবুত ভিত্তি ও রুশ তেলের উপর ভারতের নির্ভরতা নিয়ে পশ্চিমাদের চাপকে খারিজ করে দেন তিনি।

রাশিয়ার সোচিতে অনুষ্ঠিত 'ভালদাই ডিসকাশন ক্লাব'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুতিন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের এক ভিন্ন সম্পর্ক। মোদি আমার বন্ধু, তিনি একজন প্রজ্ঞাবান, সন্তুলিত ও জাতীয় স্বার্থে অটল নেতা।"

পশ্চিমা দেশগুলোর বিশেষ করে আমেরিকার চাপ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়ান তেল আমদানি বন্ধ না করায় মোদীর অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পুতিন বলেন, "এখানে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। ভারতের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।"

তিনি বলেন, "ভারত যদি আমাদের জ্বালানির আমদানি বন্ধ করে, তবে তাদের ক্ষতি হবে। অনুমান করা হচ্ছে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯ থেকে ১০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে, যদি তারা আমদানি জারি রাখে, তাহলে নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি থাকবে। দুই ক্ষেত্রেই ক্ষতির সম্ভাবনা সমান। তাহলে কেন তারা এমন সিদ্ধান্ত নেবে, যা রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের দেশের ভিতরেও ব্যয়বহুল হয়ে উঠবে?"

ভারতের আত্মমর্য্যাদা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে পুতিন বলেন, "আমি জানি, ভারতের জনগণ তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে সাংসদ বিপ্লব

বাংলাকে নিয়ে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই বিজেপির লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে কলকাতা পৌঁছেছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছতেই তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তারপর এক সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ গ্রহন করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন প্রভারি ভূপেন্দ্র যাদবের নেতৃত্বে এদিন এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বাংলাকে তার গৌরব ফিরিয়ে দিতে বিজেপি বদ্ধপরিকর। বাংলাকে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রয়াত বাঁশি বাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। প্রয়াত হলেন রাজ্যের বিশিষ্ট বাঁশি বাদক বাবুল দেবনাথ। আজ সকালে ধর্মনগর নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। রেখে গেছেন পরিবার-পরিজন। তাঁর বাঁশির শিক্ষাগুরু ছিলে রবীন্দ্র দাস। ১৯৮২ সাল থেকেই তিনি নিয়মিত বাঁশি বাজাতেন। আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র ও দূরদর্শন কেন্দ্রের নিয়মিত বাঁশি শিল্পী ছিলেন তিনি। বহু নাটক যাত্রা ও গানের সঙ্গেও বাঁশি বাজিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে সংস্কৃতি মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পাশবিক নির্যাতনে গুরুতর অসুস্থ নাবালিকা জিবিতে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। রাজধানীর রাজনগর আবাসন এলাকায় ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ১৩ বছরের এক নাবালিকা পাশবিক লালসার শিকার হয়ে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম জয়নগর এলাকায়।

অভিযোগ উঠেছে, এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শঙ্কর দাস নামে এক ব্যক্তি নাবালিকার উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, অভিযুক্তকে দাদু বলে ডাকতো মেয়েটি। সুযোগ বুঝে মা-বাবার অনুপস্থিতিতে সে কিশোরীকে একটি খালি ঘরে নিয়ে যায় এবং বেধড়ক মারধোর করেছে। তার সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন। এমনকি তাকে বিষাক্ত কীটনাশক খাইয়ে দেয়। পরে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার জেরে স্বামী-সন্তান রেখে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ অক্টোবর।। পরকীয়ার জেরে স্বামী ও সন্তানকে ফেলে নিখোঁজ গৃহবধূ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গৌরনগর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে গৌরনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওই পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সুনা মিয়ার ছেলে তাজুদুর রহমানের স্ত্রী চার বছরের শিশু সন্তানকে রেখে গত ১ অক্টোবর (বুধবার) থেকে নিখোঁজ। স্ত্রীকে না পেয়ে প্রথমে শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাজুদুর, তবে সেখান থেকে জানানো হয় তিনি ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্বশুরবাড়িতেও যাননি।

এরপর থেকেই সর্বত্র খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তাজুদুর রহমান। কিন্তু ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা, একই পরিবারের তিন গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। দশমী উৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়া সময় সোনামুড়া থানার মধুবন এলাকায় এক গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিশ্বজিৎ লস্কর, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে।

জানা গেছে,সোনামুড়া থানার মধুবন এলাকায় এক গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন বিশ্বজিৎ লস্কর, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে। সাথে সাথে তাঁরা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশেপাশের লোকজন অবিলম্বে তাঁদের উদ্ধার করে সোনামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। আহতদের অবস্থা উদ্বেগজনক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তারা।

এদিকে, পুলিশ অভিযান চালিয়ে গাড়ি সহ চালককে আটক করে। এই দুর্ঘটনার পর সোনামুড়া থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, ঘটনা ঘটে এমন সময়ে যেলোকজন আশেপাশে ছিলেন, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দশমীর রাতে শহরের দুই স্থানে আক্রান্ত তিন

আনন্দমেলায় স্বামী, স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। দশমীর রাতে, যখন গোটা এলাকা বিজয়ার আনন্দে মত্ত ঠিক তখনই নেতাজি প্লেফরাম সেন্টারে আয়োজিত আনন্দমেলায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক ঘটনা। রাধানগর থেকে আগত এক পরিবার স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান আনন্দমেলায় অংশ নিতে গিয়ে আক্রান্ত হন কিছু স্থানীয় যুবকের দ্বারা যারা ওই মেলার আয়োজক ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের দাবি, নাগরদোলা চড়তে যান ওই পরিবারের গৃহবধূ ও তাঁর সন্তান। এসময় তাঁর স্বামী নিচে দাঁড়িয়ে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধ করেন নাগরদোলাটি আরও কিছুক্ষণ চালানোর জন্য। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিটি সেন্টারে স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। দশমীর রাতে শহরের সিটি সেন্টার এলাকার সামনে ভয়ঙ্কর হামলার শিকার হলেন আমতলির বাসিন্দা নারায়ণ ঘোষ। স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে পূজা দেখতে এসে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মারধরের শিকার হন তিনি। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে শহরে পূজা দেখতে আসেন ওই ব্যক্তি। তখন সিটি সেন্টার এলাকায় গেলে এক যুবক নারায়ণ ঘোষের স্ত্রীকে কটূক্তি করে। এর প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত যুবক নারায়ণ ঘোষের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৪ অক্টোবর,২০২৫ ইং
১৭ আশ্বিন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা চিত্রের পরিবর্তনে উদ্বেগ

জনসংখ্যা উদ্বেগ জনক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। বিশেষভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার হার সবচাইতে বেশি বলিয়া ইঙ্গিত মিলিতেছে। ইহা বিশেষ করিয়া হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষের কাছে অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয় সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খন্ডে জনসংখ্যা চিত্রের সামাজিক ধর্মীয় পরিবর্তনের ঘটনায় উদ্বেগে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি সহ হিন্দুত্ববাদী শিবির। ২০১১ তে শেষ জাতীয় গণনার পর দীর্ঘ, ১৩ বছর জাতীয় গণনা বন্ধ রহিয়াছে। মোদী সরকারের ১০ বছরেও সেন্সাস হয়নি। এদিকে, উত্তর পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বাড়খন্ডে দ্রুত মুসলিম জনসখ্যার বৃদ্ধি সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ছবির দ্রুত পরিবর্তন শিবিরের মুখ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বোমা ফাটাইয়া বলিয়াছেন যে অসমে ৪০ শতাংশই এখন মুসলিম জনসংখ্যা, এর একটা বড় অংশই হইল সাবেক পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। এর ফলে অসমের -অ-মুসলিম ও হিন্দুদের কাছে তাহা জীবন মরণ সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। হিমন্তের মতে ইদানিং ঝাড়খন্ডের সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরেও বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ স্থানীয় উপজাতিদের বিয়ে করিয়া ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ উঠিয়াছে, ঝাড়খন্ডের ইন্ডিয়া জোট সরকার এ নিয়ে নীরব, এর ফলে ঝাড়খন্ডে সামাজিক, ধর্মীয় অস্থিরতার সম্ভাবনা তীব্র হইতে পারে। হিমন্তের মতে অসম তো বটেই উত্তর পূর্বের একাধিক রাজ্যে বাংলাদেশি মুসলিম ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কেশব ভবনের সংঘ কর্তাদের মতে, দেশভাগ, বাংলাভাগের পর ১৯৫১ সালের সেন্সারে যে গণনায় পশ্চিমবঙ্গে ৮৭ শতাংশ হিন্দু, ১২ শতাংশ মুসলিম জন সংখ্যা ছিল তাহা২০২৪- এ উল্টো ছবি হইয়াছে। এখন পশ্চিমবঙ্গে ২০১১-র সেন্সার মতে মুসলিম সংখ্যা ২৭ শতাংশ, হিন্দু সংখ্যা ৭১ শতাংশে দাড়াইয়াছে, বিগত ১৩ বছরে মুসলিম জনসংখা বেসরকারী ভাবে প্রায় ৩৫ শতাংশ, হিন্দু জনসখ্যা ৬২ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তক্তকরণ, মুসলিমদের সন্তান হার বৃদ্ধিই এর মৌল কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা হিন্দুত্ববাদী শিবিরের। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মত পশ্চিমবঙ্গে আর এস এস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতারা রাজ্যে মৌলবাদী মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির শ্রীবৃদ্ধিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকাকেও সামনে আনছেন। কমিউনিস্টরা এর পেছনে আর এস এসের ধর্মীয় বিভাজন ছকের দেখিতে চাইছে, সব মিলাইয়া বঙ্গের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরিস্থিতি জোরদার হইতেছে বলিয়াই মত রাজনৈতিক মহলের।

জল এবং জীবনের জয়যাত্রা

প্রমথরঞ্জন ভট্টাচার্য

জল ছাড়া এই পৃথিবীতে সম্ভব হত না জীবন, তাই জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া এই পৃথিবীতে এমন কিছুই নেই যা তুষ্ট করতে পারে সকল জীবকে। মানুষের সবচেয়ে পরিচিত এককোষী জীব (ব্যাকটেরিয়া) ইকোলাই-এর মধ্যে জলের পরিমাণ প্রায় ৭৪ শতাংশ। মানবদেহের - বেশির ভাগই জল, পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে - জলের পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশ। আমাদের মস্তিষ্কে ন জলের পরিমাণ প্রায় ৮৩ শতাংশ হৃদযন্ত্রে প্রায় ৭৯ শতাংশ, পেশীতে প্রায় ৭৫ শতাংশ, যকৃতে প্রায় ৫৮৫ শতাংশ, মূত্রাশয়ে প্রায় ৮৩ শতাংশ ত্বকে ৬৪ শতাংশ, ফুসফুসে প্রায় ৮৩ শতাংশ, এমনকি আমাদের। হাড়েও রয়েছে জল, প্রায় ৩১ শতাংশ। সুতরাং জল ছাড়া আমরা ভাবতে পারি না আমাদের জীবনকে। জল যে শুধু মানুষের জীবনধারণের জন্যই প্রয়োজনীয় তাই নয়, স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষের এগিয়ে চলার পথের দিশারি হয়েছে জল।

"মানুষের জন্য জল চাই, অমৃত নয়। অমৃতে তৃষ্ণা মেটে না।" জল যে শুধু মানুষের তৃষ্ণা নিবারন করে তাই নয়, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্তরকমের জৈবিক ও প্রাণরাসায়নিক (বায়োকেমিক্যাল) ক্রিয়াকর্মের এ জন্যও জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর মানুষের "তৃষ্ণার শান্তি" এই জল তাঁর বিবর্তন (এভোলিউশন), ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের এ মূলে। মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর এই জল, এ মানুষের ক্রমবিকাশের পথ প্রদর্শক হয়েছিল। ন মানুষের বিবর্তনকে সম্ভব এবং সার্থক করে - তুলেছিল জল এবং বিবর্তন মানুষকে তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল এবং পিপাসার্ত হতে শিখিয়েছিল।

বিবর্তনই জীবকে তৃষ্ণার্ত হতে শিখিয়েছিল, - পিপাসার্ত করেছিল। মানুষের তৃষ্ণার মূলে এ বিবর্তনজনিত কারণ। আমরা, মানবেরা, অনেকদিক থেকেই খুবই রহস্যময়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় রহস্য হল অত্যন্ত আবশ্যিকভাবে এবং শারীরিকক্রিয়াসংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা সিক্ত (আব্দবীকৃত) না থেকে একদমই পারি না। জল আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিবর্তনের পথে মানুষের অগ্রগতির মূলে এবং মানুষের ইতিহাস কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূলে জল এক অন্যতম প্রধান। চালিকাশক্তি (ড্রাইভিং ফোর্স)। বাস্তবিকপক্ষে - মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূলে জল।

জলের বিশেষ ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য -অপূর্ব গুণে, রহস্যে এবং বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত জল প্রকৃতির এক আশ্চর্য এবং অতুলনীয় সম্পদ যা জীবন, জীব এবং সভ্যতার বিকাশকে সম্ভব এবং সার্থক করে তুলেছে। জীব, জীবন এবং সভ্যতা গড়ে উঠেছে জলকে অবলম্বন করে সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে। তাই পৃথিবীতে জীবনের জন্য জল অপরিহার্য... এবং সম্ভবত মহাবিশ্বের বাকী অংশের জন্য আমরা যখন আমাদের বিশ্বের বাইরে মহাবিশ্বের অন্য গ্রহে প্রাণের সন্ধান করি, তখন আমরা গ্রহগুলির মধ্যে তরল জলের সন্ধান করি। জল এবং বিশেষত তরল জল, জীবনের সৃষ্টি এবং ভরণপোষণের জন্য এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় যে খুব কম বিজ্ঞানীই এটি ছাড়া পৃথিবীতে বিদ্যমান জীবনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন। নাসার মত সংস্থাগুলির দ্বারা বহিজাগতিক জীবনের অনুসন্ধান প্রায়শই একটি সহজ কৌশলের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে... জল অনুসন্ধান করুন। তাহলে জল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ রয়েছে, তবে সেগুলি সবই জলের অন্যান্য রাসায়নিক বৈশিষ্টের উপর নির্ভর করে। এইচ টুও নামে পরিচিত রাসায়নিক পদার্থ দুটি ছোট ধনাত্মক তড়িতাধানযুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি বড় ঋণাত্মক তড়িতাধানযুক্ত অক্সিজেন পরমানু দ্বারা গঠিত একটি সাধারণ অনু। এটি অনেক অনুর ধর্ম এবং পদার্থের নিজেরই একটি বৈশিষ্ট্য (জড় গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাসগুলো ছাড়া) যাকে বলা হয় 'পোলারিটি' বা "প্রান্তিকতা" (বৈদ্যুতিক ধণাত্মকতা বা ঋণাত্মকতার দুই বিপরীত মেরুত্ব)। এবং এই পোলারিটির ফলে জলের একটি অনু অপর অনুকে আকর্ষণ করে এবং একে অপরের সাথে লেগে থাকে এবং তরল পদার্থের আকার ধারণ করে। তবে তার অর্থ এই নয় যে জল অন্যান্য তড়িতাধানযুক্ত উপাদানগুলির সাথে পরস্পর বিক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাকশন) করে। প্রায়শই তাদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং দ্রবীভূত করতে সহায়তাকরে।

আমাদের শরীরে যে হাজারো রকমের প্রাণরাসায়নিক ক্রিয়াবিক্রিয়া ঘটে চলেছে খুব নিপুণ দক্ষতা এবং কুশলতার সাথে, তার জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট অনুদের পরস্পরের সাথে সহজে এবং মুক্তভাবে মিশ্রণ- তাদের কোন পদার্থে পরিপূর্ণভাবে দ্রবীভূত হওয়া। জল এমন একটি পদার্থ যা সহজেই অনেক পদার্থকে সুন্দরভাবে দ্রবীভূত করতে সক্ষম যার ফলে জল-কে বলা হয় "সর্বজনীন দ্রবণ বা ইউনিভারস্যাল সলভেন্ট"। যদিও আরও অনেক পদার্থের জলের মত দ্রবণ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাদের উপযুক্ত রাসায়নিক স্থিতিশীলতা - নেই এবং তারা অম্ল এবং ক্ষারকে প্রশমিত করতে বা নিরপেক্ষ (নিউট্রিলাইজ) করতে সক্ষম হয় না। জলের পোলারিটি খুব সুক্ষ এবং জটিল ঝিল্লি (মেমব্রেন) গঠনে সহায়তা করে যা প্রত্যেক জীবিত কোষকে আবদ্ধ অবস্থায় (এনক্যাপসুলেটেড) ধরে রাখতে সক্ষম হয়। জলীয় ঝিল্লিতে বিশেষ স্নেহপদার্থ (লিপিড) সাড়ি সাড়ি সজ্জিত থাকে জলের স্নেহপদার্থ প্রিয় (লিপোফিলিক) প্রান্তের দিকে এবং তারা বহির্মুখী অবস্থায় সজ্জিত থাকে সাড়ি দিয়ে এবং জলের স্নেহপদার্থ বিরূপ (লিপোফোবিক) প্রান্তগুলো অন্তর্মুখী অবস্থায় সাড়ি দিয়ে সজ্জিত থাকে ফলে একটি অবিরাম এবং নমনীয় দ্বিস্তরীয় পাতলা পর্দা (ফিল্ম) উৎপন্ন রূপে যা নাকি অনেকটা সাবানের বুদবুদের বহিরাবরণের মত। এই স্নেহপদার্থ সমন্বিত ঝিল্লি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে জীবদেহে এবং কোষে। কোষে কেন্দ্রীভূত জীবনের জটিলতা বজায় রাখা এবং কেন্দ্রীভূত অংশগুলোর স্বকীয়তা এবং তাদের নিজস্ব প্রানরাসায়নিক ধর্ম এবং ক্রিয়াবিক্রিয়ার যথাযথ সক্ষমতা ও স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা এবং একটিকে অপরটির থেকে পৃথকভাবে রেখে এবং কোষে তাদের পরিবেশের মধ্যে পৃথকভাবে রেখে তাদের কার্যকারিতা পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখতে সাফল্যের সঙ্গে সক্ষম হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক ক্রিয়াকর্মবিশেষ যা কোষের পক্ষে এবং জীবদেহের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক অংশ। জলের ধর্ম অণুগুলোর একে অপরের সংযুক্ত থাকা যা নাকি জলকে আরেকটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করে অর্থাৎ সংহতি বা কোহেশন। যার মানে জল খুব সুক্ষ নলের মধ্য দিয়ে বেয়ে উঠতে পারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানের বিরোধিতা সত্বেও। যার ফলে জল মাটি থেকে কয়েকশ ফুট উঁচু পর্য্যন্ত গাছের উপরে উঠতে পারে। ফলত, জল পরিপোষক পদার্থসমূহ (নিউট্রিয়েন্টস) পরিবহণ করতে, পরিশোধন কার্য্যে, এবং কোষের বিভিন্ন উপাদান সমূহের পরিকাঠামোর বিন্যাস গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তাছাড়াও, সালোকসংশ্লেষে (ফটোসিনথেসিস) সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে যার ফলে উদ্ভিদেরা তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংস্থান করতে পারে। সুতরাং এখনও পর্য্যন্ত আমাদের জানা এমন কোন তরল পদার্থ নেই যা জীবনের ক্ষেত্রে জলের বিকল্প হতে পারে। জলের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যক্ত করতে গিয়ে নোবেল বিজয়ী জীববিজ্ঞানী অ্যালবার্ট ভন সেন্ট-জর্জি বর্ননা করেছেন-জল হল জীবনের "ম্যাট্রিক্স, মাদার এন্ড মিডিয়াম"। তাছাড়াও বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক এবং পদার্থবিদ ফিলিপ বল জীববিদ্যায় লিখেছেন, "ইউ ক্যুড বী ফরগিভেন ফর কনক লুডিং দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ইজ অল অ্যাবাউট প্রোটিনস, অ্যান্ড জিনস, এমবডিড ইন ডি এন এ। বাট দিস ইজ ওনলি অ্যা ফর্ম অফ শর্টহ্যান্ড। ফর ব্যায়োলজি ইজ রিঅ্যালি অল অ্যাবাউট দ্য ইন্টারঅ্যাকশনস অফ সাচ মলিক্যুউলস ইন অ্যান্ড উইথ ওয়াটার"। সুতরাং জীবনের সবকিছুর মূলে জিন, প্রোটিন প্রভৃতি পদার্থের সাথে জলের পারস্পরিক ক্রিয়াবিক্রিয়া অর্থাৎ সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে জল যা নাকি জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। জল কেন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য

বিজ্ঞানীরা যখন অন্য গ্রহে জীবনের অনুসন্ধান করেন তখন তাঁরা খুঁজে দেখেন সেই গ্রহে জলের অস্তিত্ব আছে কিনা। কেননা এখন পর্য্যন্ত আমাদের ধারণায় এমন কোন জীব পাওয়া যায়নি যে বা যারা জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে। যদিও কিছু জীব আছে যারা অন্যান্যদের থেকে কম পরিমান জলের সাহায্যে জীবনধারণ করতে সক্ষম যেমন, সাইযানোব্যাকটেবিযা ক্রুকোসিডিওপসিস। এটি এত অল্প পরিমান জলের সাহায্যে বেঁচে থাকতে সক্ষম, যে বিজ্ঞানীরা মনে করেন এটি মঙ্গল গ্রহের শুষ্ক পৃষ্ঠদেশে বেঁচে থাকতে সক্ষম। সুতরাং, এই সহজ, সরল জীবটি থেকে শুরু করে জীব জগতের অত্যন্ত জটিল উদ্ভিদ এবং প্রাণী সমূহের জীবনধারণ নির্ভর করে জলের উপর। মানুষের ক্ষেত্রে জল দ্রবণ হিসাবে ছাড়াও সরবরাহ কার্য্যক্রমের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। জল খাদ্য সামগ্রী থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং পুষ্টি সামগ্রী বা পরিপোষক পদার্থ দ্রবীভূত করে বিভিন্ন কোষে তা সরবরাহ করে এবং জীবের পুষ্টি, বৃদ্ধি, উন্নতি এবং বেঁচে থাকার পক্ষে তা আবশ্যক হয়। তাছাড়াও আমাদের শরীরের বিভিন্ন দূষিত পদার্থ নিষ্ক্রমনের জন্য, শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখার জন্য এবং আমাদের বিপাক ক্রিয়ায় (মেটাবলিজম) সাহায্য করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। তাই আমাদের শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ জল এবং জল ছাড়া আমরা কয়েক দিনের বেশী বেঁচে থাকতে পারি না। জল আমাদের জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়া ছাড়াও, অন্যান্য বিভিন্ন ভাবে জল আমাদের বেঁচে থাকাকে সহায়তা করে। জল ছাড়া, আমরা শস্য উৎপাদন করতে পারিনা, জীবজন্তু পুষতে পারি না, আমাদের শরীর, খাদ্য সামগ্রী, পোশাক পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে পারি না। সভ্যতার অগ্রগতিতেও জলের অবদান

আসামান্য। পরিবহণের জন্য জল সমগ্র বিশ্বে একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম এবং কল কারখানা প্রভৃতিতে শক্তির প্রয়োজনে জল একান্ত আবশ্যক। যেহেতু জল বাষ্পাকারে থাকতে সক্ষম, তাই আবহাওয়ায় মজুত থেকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বৃষ্টির মাধ্যমে জল সরবরাহ করা থেকে, চাষ আবাদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সমুদ্রগুলো সমস্ত পৃথিবীর জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। গরমের সময় তাপ শোষণ করে এবং শীতের সময় তাপ মুক্ত করে, পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এবং জীবজগতের অগণিত সদস্যরা এই সমুদ্রের বাসিন্দা।

জল এবং জীবনের উদ্ভব -জীবনের উৎস কি? বিজ্ঞানীদের আগে ধারণা ছিল যে জীবনের উৎপত্তির আদিম স্থান আবদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে "আদিম স্যুপ বা প্রিমরডিয়াল স্যুপ"। পরে বিজ্ঞানীদের ধারণা পালটায় এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন বিশ্বে প্রাণের প্রথম স্পন্দন জাগে গভীর সমুদ্রের জলতাপ কুণ্ডে (হাইড্রোথারমাল ভেন্ট)-দের মধ্যে। কিন্তু এই ধারণার সমর্থনে বিজ্ঞানীরা আজও পরীক্ষাগারে সেই অবস্থার অনুরূপ অবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে সৃষ্টি করতে পারেন নি। এমনকি সমুদ্রের জলের মত অনুরূপ অবস্থায় তাঁরা সহজ, সরল কোন কোষের বিঝল্লি (সেল মেমব্রেন) ও তৈরি করতে সমর্থ হন নি, যা জীবিত প্রাণীর সৃষ্টির পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা যে সব উপাদান ব্যবহার করেছিলেন তা কোষ-ঝিল্লি তৈরির পক্ষে যথেষ্ট এবং উপযুক্ত ছিল না বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা, যারা প্রাণের সৃষ্টির জন্য হাইড্রোখারম্যাল ভেন্ট উপযুক্ত বলে বিশ্বাস করেন তাদের মতে। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সঠিক উপাদানের সমন্বয়ে সামুদ্রিক ভেন্টের অবস্থাই অবশ্য প্রয়োজনীয় কোষ-ঝিল্লি উৎপাদনের জন্য এবং তাঁরা এই মতবাদে গভীরভাবে আস্থা পোষণ করেন।

অনেকেই মনে করেন পৃথিবীর অবস্থা আজ থেকে ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগে হেডেনের মত এমন নারকীয় অবস্থা ছিল না। লাভার সমুদ্র, অগণিত আগ্নেয়গিরি, ঠিক এমন অবস্থা ছিল না যদিও তাদের অস্তিত্ব ছিল। তার পরিবর্তে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা আদিম বিশ্বের সামুদ্রিক জলে ঘেরা ছোট ছোট পাথুরে পৃষ্ঠতল। তবে আমরা আজকের যে সমুদ্রকে। জানি তার মত নয়। সেই সমুদ্র ছিল অনেক উত্তপ্ত, অনেক পরিমাণে আম্লিক এবং লৌহ উপাদানে সমৃদ্ধ। আবহাওয়া ছিল অধিকাংশে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ কিন্তু অক্সিজেন ব্যতীত। এবং কোথাও প্রাণের কোন স্পন্দন ছিল না, কিন্তু সমুদ্রের অতল গভীরে সৃষ্টির এক প্রয়াস চলছিল।

সমুদ্রতল থেকে উঠে আসা উত্তপ্ত রাসায়নিক পদার্থ, হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনে সক্ষম হয়েছিল ফলে সাধারণ এবং সরল জৈব পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। এই জৈব পদার্থগুলোর পারস্পরিক বিক্রিয়ার ফলে জটিল অনেক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। এই জটিল পদার্থগুলো ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে উৎপন্ন করে জীব কোষের সাধারণ ঝিল্লি এবং ক্রমশ আরও জটিল পদার্থের সুচনা করে এবং যে সকল পদার্থ সংবাদ পরিবহণে সক্ষম সেইসব জটিল পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং পরিনামে ডি এন এ (ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লেয়িক অ্যাসিড) এর উৎপত্তি হয়। এই প্রথম জীবিত কোষ যারা বৃদ্ধি, বিভাজন এবং উদ্ভবে সক্ষম হয়েছিল। হয়ত এইভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল এবং জীবনের সূচনা সম্ভব হয়েছিল। যদিও প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। ঠিক কোথায়, কখন, কিভাবে জীবনের উদ্ভব হয়েছিল অর্থাৎ লতাপ কুণ্ডে, বরফের চাদরের মধ্যে, নাকি জলতাপ বহির্বিশ্বে তা নিয়ে এখনও অনেক মতদ্বৈধ রয়েছে। এর মধ্যে কোন পদ্ধতিটির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী এবং কোনটি সবচেয়ে অনুকূল প্রাণের সৃষ্টির পক্ষে তা স্থির করার জন্য বিজ্ঞানীরা জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরীক্ষাগারে সেইসব অবস্থায় সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখছেন। এবং একটি সর্বজনীন সিদ্ধান্তে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা দূর অস্ত। জীবন আসলে কি-তা নিয়ে অনেক মত পার্থক্য আছে, কিন্তু একটা বিষয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায় একমত সৃষ্টির প্রথম জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কোষ ঝিল্লি বা সেল মেমব্রেন। কোষের ঝিল্লি সাধারণত ফসপোলিপিড (লিপিড বা স্নেহ পদার্থের ফসফেট যৌগ) যা নাকি গঠিত সাধারণ ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা, আইসোপ্রেনয়ডেস (হাইড্রোজেন এবং কার্বন ঘটিত যৌগ) এবং শর্করা দিয়ে। ফসপোলিপিডস কেবলমাত্র জীবিতপ্রাণীদের পক্ষেই তৈরি করা সম্ভব। যদিও ফ্যাটি অ্যাসিড পরীক্ষাগারে তৈরী করা সম্ভব শিলাখণ্ড (রকস) এবং জলের মধ্যে বিক্রিয়ার সাহায্যে এবং আইসোপ্রেনয়েডস এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোও পরীক্ষাগারে তৈরী করা সম্ভব এই পদ্ধতিতে। এই সাধারণ যৌগগুলো কোষের ঝিল্লির কাঠামো অর্থাৎ স্ফোটক (ভেসিক্যালস) তৈরি করে যা নাকি কোষসদৃশ এই অর্থে যা তারা দ্বিস্তরীয় ঝিল্লি উৎপন্ন করতে সক্ষম যা নাকি জলকে আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই স্ফোটকেরা ঝিল্লির অনুরূপ অনেক কার্য্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। তাই বিজ্ঞানীদের ধারনা যে স্ফোটকরাই সম্ভবত আদিতে প্রথম জীব কোষের ঝিল্লি হিসাবে উৎপন্ন হয়েছিল এবং তাদের আখ্যা দেওয়া হয় "আদিম কোষ বা প্রোটোসেলস"।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেন যে এই প্রোটোসেল-রা জীবকোষের মত অনেক কাজই করতে সক্ষম যেমন তাদের জলে উৎপন্ন করা সম্ভব, তারা জল এবং জলীয় পদার্থকে আবদ্ধ করে রাখতে সক্ষম, তাছাড়াও অনেক জৈব পদার্থ এবং ডি এন এ-র মত পদার্থ যেমন আর এন এ (রাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড) প্রভৃতি তাদের মধ্যে উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই প্রোটোসেল-রা লবনাক্ত বা লবন জাতীয় কোন কিছু সহ্য করতে পরে না। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ম্যাগনেসিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রভৃতি লবণের দ্রবণে এই আদিম কোষ বা প্রোটো সেল তৈরী করা সম্ভব নয়। অথচ সমুদ্র জলে এইসব লবণের অস্তিত্ব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে। এই ঘটনা সমুদ্রে জীবনের সৃষ্টির মতবাদের বিরুদ্ধস্বরূপ। তাই প্রাণের উৎস এবং উদ্ভব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও সঠিক কোন মতবাদের বশবর্তি নন। তাদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। তবে জল যে জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য নেই। জল এবং মানুষের বিবর্তন আজ থেকে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন বছর আগে, মানুষ দুপায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে শেখে, মানুষের মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ঘটে, মানুষের খাদ্যনালী হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আমাদের সেই আদিম পূর্বপুরুষ, হোমো ইরেক্টাস, ছোট খাটো অস্ত্র ব্যবহার করতে জানত এবং শিকার করতে পারত। তাদের খাদ্যসামগ্রী মূলত মাংস-ভিত্তিক ছিল, উদ্ভিজ-ভিত্তিক খাদ্যের চাইতে। ফলে মানুষের শরীরে শক্তির যোগান বৃদ্ধি পেল, কারণ উদ্ভিজ-জাত খাদ্যের চাইতে প্রাণী-জাত খাদ্যের ক্যালরি বেশী। মানুষ বৃক্ষাচারী থেকে স্থল-বাসী হয়ে উঠল। গাছে গাছে খাদ্যের সন্ধানে মানুষের অনেক সময় লাগত, কিন্তু মানুষ শিকারজীবী হওয়ার ফলে অনেক দূরদূরান্ত পরিক্রমা করে শিকারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সোজা হয়ে হাঁটা এবং মাংসাশী হওয়ার ফলে এটা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। মানুষের এই রূপান্তরের ফলে, যা খুবই সফল হয়ে উঠেছিল মানুষের বিবর্তনের পক্ষে, আমরা আধুনিক মানুষেরা যারা হোমো ইরেক্টাসদের বংশধর এবং উত্তরসূরি তারা বিশ্বের বিভিন্নপ্রান্তে পৌঁছতে এবং উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই সারা বিশ্ব জুড়ে আজ মানুষ। বিজ্ঞানী রিচার্ড যাং হামের মতে রান্না করতে শেখার ফলে আদিম বনমানুষেরা মানুষে রূপান্তরিত হতে সক্ষম হয়েছিল। কাঁচা মাংস হজম করা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। রাঁধতে শেখার ফলে খাবারের খাদ্যগুণের এবং বং পুষ্টিগুণের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে মানুষের শক্তি এবং কর্মতৎপরতার বৃদ্ধি ঘটে। হোমো ইরেক্টাসেরা প্রায় ১.৮ মিলিয়ন বছর আগে আগুনের সাহায্যে রান্না করা শিখতে সক্ষম হয়েছিল। এই উন্নতির ফলে বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা অগ্রগতির জোয়ার আসে যার ফলে আজকের আধুনিক মানুষের এই পরাক্রম এবং কর্তৃত্ব।

অন্য একজন বিজ্ঞানী, প্রাণীবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ, ক্লাইভ ফিনলেসন, মানুষের ৭মিলিয়ন বছর ব্যাপী বিবর্তনের অগ্রগতির ধারা এবং উন্নতির ধারাকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্য এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর মতে খাদ্য নয়, আসলে জল, মানুষের এই উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে। তাঁর মতানুযায়ী হোমো সেপিয়েন্সদের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের মূলে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং মিষ্টিজলের অনুসন্ধান। আদিম মানুষ মিষ্টি জলের সন্ধানে ব্যাপত হয়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের বিবর্তনের অগ্রগতি এবং সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়। তিনি মানুষের উন্নতি এবং সভ্যতার অগ্রগতি ও বিকাশের মূলে প্রধানত জল বলেই ধারনা করেন। আদিম মানুষ, প্রধানত উষ্ণঅঞ্চলের জঙ্গলবিস্তীর্ন এলাকা ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে অগ্রসর হতে থাকে, পরে আরও সাহসিকতার সাথে তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাসের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে এবং নিজেদের সেইভাবে তৈরি করে নেয়। এই আদিম মানুষেরা বনপ্রান্তর এবং নদী ও হ্রদের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করতে শুরু করে। এবং ধীরে ধীরে তারা গাছগাছালি ছেড়ে গুহার ভিতরে বসবাস করতে প্রবৃত্ত হয়।

ইতিমধ্যে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। মধ্য প্লাইস্টসিন যুগে, যার শুরু হয় প্রায় ৮ লক্ষ বছর আগে, পর পর উষ্ণ এবং শীতলচক্রের ঘটনা ঘটতে থাকে এবং ভীষণ খরা এবং শৈত্য প্রবাহের (তুষার যুগ) ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে সাভানা প্রান্তর এবং মরুভূমির সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষ জলের সন্ধানে আরও ছড়িয়ে পড়ে। বিবর্তনের ফলে, মানুষের এই কঠিন সময়ে বাহু লম্বা হতে শুরু করে, শরীরের ওজন হ্রাস পায় এবং মানুষ আরও কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। এই আদিম মানুষেরা যারা অপেক্ষাকৃত লম্বা, হালকা এবং দ্রুত পদক্ষেপে সমর্থ হয়ে ওঠে তারা বেশীমাত্রায় জল এবং খাদ্য খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানী ফিনলেসনের মতে, "হোমো সেপিয়েন্স ওয়াজ অ্যান এভোলিউশনারী রেসপন্স টু দ্য স্ট্যাটার্ড ডিস্ট্রিবিউশন অব ওয়াটার ইন স্পেস অ্যান্ড টাইম...। ইম্প্রভভটেরেস্ট্রিয়াল মোবিলিটি ওয়াজ অ্যা রেসপন্স, ফার্স অ্যান্ড ফরমোস্ট টু দ্য নীড টু কুইকলি লোকেট ওয়াটার সোর্সেস ইন অ্যা ড্রাইং ওয়ার্ল।" মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে একটা প্রশ্ন সবাইকে নাড়া দিয়েছে যে মানুষ অন্যান্য প্রাইমেটদের তুলনায় এত প্রভাবশালী এবং কর্তৃত্বশালী হয়ে উঠল কি করে? গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেনফরেস্টের বসবাস ছেড়ে ক্রমে সাভানার উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতে শুরু করল এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বিশ্বকে তুলল। এক কথায় মানুষ অন্যান্যদের থেকে অনন্য হয়ে উঠল কি ভাবে?

বিজ্ঞান এর অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছে, মানুষের বৃহৎ মস্তিষ্ক, দুপায়ে ভর দিয়ে দ্রুত হাঁটার সক্ষমতা, জটিল অস্ত্রসস্ত্র পাথরের, কাঠের, হাড়ের বা লোহার প্রভৃতি নির্মাণে দক্ষতা মানুষকে অন্যান্য প্রাইমেটদের থেকে জীবনযুদ্ধে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এইসব ছাড়াও মানুষের জলকে ধরে রাখার ক্ষমতার বিকাশ এবং জলকে কাজে লাগানোর অপূর্ব প্রয়াস মানুষের সার্বিক উন্নতির মূলে। মানুষের কাছে জলই জীবন। ছেড়ে ক্রমে সাভানার উন্মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করতে শুরু করল এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বিশ্বকে তুলল। এক কথায় মানুষ অন্যান্যদের থেকে অনন্য হয়ে উঠল কি ভাবে? বিজ্ঞান এর অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছে, মানুষের বৃহৎ মস্তিষ্ক, দুপায়ে ভর দিয়ে দ্রুত হাঁটার সক্ষমতা, জটিল অস্ত্রসস্ত্র পাথরের, কাঠের, হাড়ের বা লোহার প্রভৃতি নির্মাণে দক্ষতা মানুষকে অন্যান্য প্রাইমেটদের থেকে জীবনযুদ্ধে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন এইসব ছাড়াও মানুষের জলকে ধরে রাখার ক্ষমতার বিকাশ এবং জলকে কাজে লাগানোর অপূর্ব প্রয়াস মানুষের সার্বিক উন্নতির মূলে। মানুষের কাছে জলই জীবন। আমাদের শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ জল এবং প্রতিদিন আমাদের প্রয়োজন অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার জল পান করা, আমাদের যাম, প্রস্রাব এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে যে জল শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় তা পরিপূরণ করার জন্য তানাহলে আমরা জলশূন্যতায় (ডিহাইড্রেশন) ভুগব। তবুও বিজ্ঞানীদের ধারনা যে প্রাইমেটদের তুলনায় আমরা অর্থাৎ মানুষেরা কমপক্ষে ৩০-৫০ শতাংশ জল কম ব্যবহার করি প্রতিদিন আমাদের প্রাইমেট পূর্বপুরুষদের তুলনায়। বিজ্ঞানীদের মতে জলকে ধরে রাখার বা জল সংরক্ষণ করার যে পদ্ধতি আদিম মানুষেরা উদ্ভব করেছিল তার ফলে মানুষের প্রভূত সুবিধা হয়েছিল। জলাধার এবং জলের উৎসকে ছাড়িয়েও তাঁরা খাদ্যান্বেষনে বহুদূর যেতে সক্ষম হত। জলের জন্য তাদের অতটা চিন্তা করতে হত না ফলে জীবনযাত্রায় অনেক সুবিধা হয়েছিল এবং সহজ হয়েছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশ-ভারতের সাংস্কৃতিক বন্ধন সীমান্তের চেয়েও পুরনো: প্রণয় ভার্মা

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ৩ অক্টোবর: "আমাদের সম্পর্কের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে আমাদের জনগণের মধ্যে, তাঁদের যৌথ ঐতিহ্য আর পারস্পরিক শ্রদ্ধায়।" বললেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। মঙ্গলবার দুর্গাষ্টমীর দিনে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজায় যোগ দেন তিনি। সেখানেই দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা তুলে ধরেন হাইকমিশনার।

ভার্মা বলেন, "বাংলাদেশ ও ভারত একটি অনন্য সম্পর্ক ভাগ করে নেয়। ইতিহাস আর ভূগোল আমাদের বেঁধেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের যৌথ ত্যাগে আমরা আবেগগতভাবে যুক্ত।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আমাদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও উৎসবের ঐতিহ্য একই। দুর্গাপূজার মতো উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই সাংস্কৃতিক বন্ধন জাতীয় সীমানারও ঊর্ধে।"

দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "এটি শুধু ভক্তির উৎসব নয়, এটি সংস্কৃতি, অন্তর্ভুক্তি আর করুণারও উদযাপন। এটি শুভর জয়, অন্ধকারের ওপর আলোর জয়, হতাশার ওপর আশার জয়।"

অষ্টমীর দিনে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে তিনি বলেন, "তিনি যেন আমাদের জ্ঞান, করুণা, শান্তি ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ দেন এবং দুই দেশের বন্ধন আরও মজবুত করার শক্তি দেন।"

প্রতিবাদে যুবসমাজের উত্থান ভারতের ও পাকিস্তানের জন্য ওয়েক-আপ কল : মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ৩ অক্টোবর : জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-এর নেত্রী মেহবুবা মুফতি শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে উত্তরাখণ্ড, লাদাখ ও কাশ্মীর উপত্যকায় যুবসমাজ প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে, কারণ তারা বুঝে ফেলেছে যে, বর্তমান ব্যবস্থাই তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে চরমভাবে হতাশ করেছে।

এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ একটি দীর্ঘ পোস্টে মেহবুবা লেখেন, উত্তরাখণ্ড থেকে লাদাখ এবং সীমান্ত পেরিয়ে কাশ্মীরপ্রতিটি জায়গাতেই জেন জি এর উত্থান দেখা যাচ্ছে।

কারণ যখন ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হয়ে যায়, স্বপ্নগুলি ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায়তখন প্রতিরোধ আর কোনও সীমানা মানে না।

তিনি বলেন, এই তরুণ প্রজন্ম কঠোর পরিশ্রম করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল। নিয়ম মেনে চলেছে, আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু আজ তারা দেখতে পাচ্ছে সেই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ধীরে ধীরে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু প্রতিবাদ করছে না, তারা ক্ষমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যকে উন্মোচন করছে।

মেহবুবা আরও বলেন, এটা কেবল আওয়াজ নয়, এটা হৃদয়বিদারক প্রতিরোধ। এটা বিদ্রোহ নয়, বেঁচে থাকার আকুল আহ্বান। তারা আর অনুরোধ করছে না, তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার দাবি করছেমজবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার, সুযোগ ও সম্মান। এটা ভারতের জন্যই নয়, পাকিস্তানের জন্যও এক কঠিন সতর্কবার্তা।"

তিনি একাধিক আজাদি'-র দাবিতে যুবকদের প্রতিবাদের ভিডিও শেয়ার করেছেন এবং দাবি করেছেন, এটি উভয় দেশের সরকারের জন্য একটি ওয়েক-আপ কল। পিডিপি নেত্রী দীর্ঘদিন ধরেই জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। একদিকে তিনি রাজ্যের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে ন্যাশনাল কনফারেন্স এর সঙ্গে সুর মেলালেও, অন্যদিকে সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা-র নেতৃত্বাধীন সরকারকে "ক্ষমতাহীন নির্বাচিত সরকার" বলেও কটাক্ষ করেন।

বিজেপি ও কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর কড়া অবস্থান স্পষ্ট, বিশেষ করে যেভাবে কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মেহবুবা।

গজপতিতে ভূমিধসের পর মহেন্দ্রগিরি পাহাড় থেকে ২৪ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার

ভুবনেশ্বর, ৩ অক্টোবর : গজপতি জেলার মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ে আটকে পড়া ২৪ জন পর্যটককে সফলভাবে উদ্ধার করা হয়েছে। একটি নিম্নচাপ জনিত প্রবল বৃষ্টির কারণে ওই পর্যটকরা পাহাড়ে আটকে পড়েছিলেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ওই দলটি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তবে আকস্মিক আবহাওয়াগত অবনতি ও টানা বৃষ্টির ফলে ভূমিধসের সৃষ্টি হয় এবং পাহাড়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

খবর পেয়ে জেলা প্রশাসন মধ্যরাতে উদ্ধার অভিযান চালায়। জেসিবি (স্খলন) মেশিনের সাহায্যে ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে রাস্তা খুলে পর্যটকদের নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনা হয়।

উদ্ধার হওয়ার পর, তাঁদের একটি ইকো-রিসর্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে পর্যাপ্ত সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

এদিকে, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে খনিজ ও ইস্পাত মন্ত্রী বিভুতি জেনাকে গজপতি জেলায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি করতে পারেন।

এছাড়াও, মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ ত্রাণ কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে অবিলম্বে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়। উল্লেখ্য, দক্ষিণ ওড়িশার একাধিক এলাকায় নিম্নচাপের কারণে টানা বৃষ্টিতে ব্যাপক জলাবদ্ধতা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে গজপতি জেলায় একাধিক রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে।

মেঘবালিকায় ধুমধামের সঙ্গে উদযাপিত শারোদৎসব, জেলার সেরা পুজোয় ভূষিত এই দুর্গোৎসব

কলকাতা, ৩ অক্টোবর (হি.স.): এই নিয়ে তৃতীয় বর্ষে মহাধুমধামের সঙ্গে শারোদৎসব উদযাপিত হয়েছে মেঘবালিকা আবাসনে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে অবস্থিত ইডেন মেঘবালিকাতে যথোচিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে, ধুমধামের সঙ্গে দুর্গা পুজো উদযাপিত হয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে মেঘবালিকা আবাসনের বাসিন্দারা উৎসাহের সঙ্গে দেবীর পুজোয় অংশ নেন। প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মীয় রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার পুজো করা হয়।

পূজার্চনার পাশাপাশি প্রতিদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়, তাতে অংশ নেন মেঘবালিকার বাসিন্দারা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল একক ও দলীয় নৃত্য, গান এবং নাটক পরিবেশনা। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবার ঐতিহ্যবাহী পুজোর থিমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এবারে তাঁদের থিম ছিল 'বারো ঘর এক উঠোন'। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আবাসনের বাসিন্দারা একত্রিত হয়েছিলেন। বিজয়াদশমীতে, মহিলারা উৎসাহের সঙ্গে সিঁদুর খেলা এবং ধুনুচি নাচে অংশ নেন। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় জমকালো এই দুর্গোৎসব।

ইডেন মেঘবালিকা আবাসন এবার বারুইপুর প্রেস ক্লাব ও খবর ৪৮ ঘণ্টার তরফে জেলার সেরা পুজো শিরোপায় ভূষিত হয়েছে। এই সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর মেঘবালিকা আবাসনের দুর্গোৎসবের মুকুটে আরও একটি পালক সংযোজিত হয়েছে। বিগত ৩ বছর ধরে এই পুজো জনসাধারণের নজর কেড়েছে। এবার জমিদারবাড়ির আদলে তৈরি হয় দেবীর মূর্তি। পুজোর মধ্য দিয়ে বনেদি ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

গভীর নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে পরিণত হবে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে ১২ ঘণ্টার মধ্যে

ভুবনেশ্বর, ৩ অক্টোবর: দক্ষিণ ওড়িশার উপর অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি গত ছয় ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রায় ১০ কিমি বেগে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে একটি নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ।

আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ওড়িশার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের উপর অবস্থানরত নিম্নচাপটি ধীরে ধীরে আরও উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে সরে যাবে এবং আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও দুর্বল হয়ে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপে এ পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে, এই দুর্বল নিম্নচাপের প্রভাবে ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। কিছু স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

সাধারণ মানুষ এবং কৃষকদের পরবর্তী আবহাওয়া বুলেটিনের প্রতি নজর রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনকেও সতর্ক অবস্থানে থাকতে বলা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ কাজ": কলোম্বিয়ায় সফলতার জন্য ভারতীয় কোম্পানিগুলোকে অভিনন্দন রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি/মেডেলিন : সংসদে দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার ভারতের দুই-চাকার উৎপাদক সংস্থা বাজাজ, হিরো ও টিভিএস-এর কলোম্বিয়ায় দৃঢ় পারফরমেন্সের প্রশংসা করেন। তিনি বলেছিলেন, "গর্বিত যে বাজাজ, হিরো ও টিভিএস কলোম্বিয়ায় এত ভালো করছে। এ থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় সংস্থাগুলো 'সেটেলরদের খেলা' নয়, উদ্ভাবন এর জোরে জয়ী হতে পারে সাফল্য লাভের পথ হল উদ্ভাবন, না যে কিছু লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

গান্ধীর এই মন্তব্য এসেছে তাঁর চলমান দক্ষিণ আমেরিকা সফরের সময়, যেখানে তিনি ভারতীয় প্রবাসী, শিক্ষার্থী ও একাডেমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

মেডেলিনে ইআইএ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত " দ্যা ফিউচার ইস টুডে শীর্ষক সেমিনারে তিনি আরও বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। তবে তিনি সতর্ক করেন যে, যদি ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধীরে ধীরে ঘনায়নের দিকে চলে যায় এবং কিছু শক্তিশালী গোষ্ঠীর স্বার্থে নির্দিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যেই সব সুবিধা সীমিত হয়, তাহলে তা বড় ঝুঁকি হিসেবে দাঁড়াবে।

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "তিন-চারটি বড় ব্যবসায়িক ঘরানা পুরো অর্থনীতিকে দখল করে নিচ্ছে", এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর নীতি ও নলেজ নীতি মাঝেমধ্যে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থে নয় বরং বিরাট সংস্থাগুলোর সুবিধে দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ তুলেছেন।

পিয়ুষ গোয়েলের সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, সামগ্রিক কৌশলগত সংহতির নতুন দিগন্ত

নয়া দিল্লি, ৩ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পিয়ুষ গোয়েল শুক্রবার সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-কে সাক্ষাৎ করেন। এই আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি প্রতোক্ত হয়েছে।

মন্ত্রী গোয়েল তাঁর এক্স (আগে টুইটার) প্রোফাইলে লেখেন, "আলোচনায় আমরা পুনর্ব্যক্ত করেছি যে, আমাদের সামগ্রিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও দৃঢ় করতে হবে ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা শক্তিশালী গতিপ্রবাহ ও ভবিষ্যতের প্রবল সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে।"

ওং প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "আমরা শিল্প পার্ক বিকাশ থেকে শুরু করে উদীয়মান প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গভীর করার বিষয়ে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা করেছি।"

মন্ত্রী গোয়েল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির সিইও চিন ইয়াউ সেং-এর সঙ্গেও বৈঠক করেন। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ভারত ও সিঙ্গাপুরের মধ্যকার বিমানসংক্রান্ত মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহল খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তিনি আরও জানান, "আমরা উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নতুন পথ অন্বেষণ করেছি, যা ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল এ্যারোস্পেস ইকোসিস্টেম এবং বিশ্বব্যাপী সংযোগকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

এছাড়া মন্ত্রী গোয়েল লি চি কুন, ক্যাপিটাল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট গ্রুপ সিইও এবং মনোহর খিয়াতনী, সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক সাক্ষাৎ করেন।

বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল বিশেষত লজিস্টিকস, গুদামায়ন ও ডেটা সেন্টার অন্তর্ভুক্ত রেখে ভারতীয় শহরতলির উন্নয়ন ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ।

গোয়েল তাঁর একটি পোস্টে উল্লেখ করেছেন: "আমরা ভারতের প্রবৃদ্ধি গল্প এগিয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলগত সহযোগিতা চালানোর নতুন সুযোগও অন্বেষণ করেছি।

কারুর পদদলনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট

চেন্নাই, ৩ অক্টোবর : অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত বিজয়-এর রোডশো চলাকালীন করুরে ঘটে যাওয়া পদদলনের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে বিজেপি নেত্রী উমা আনন্দন হাইকোর্টে আবেদন জানালেও, তা খারিজ করে দিল মাদ্রাজ হাইকোর্ট।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর বিজয়ের নির্বাচনী প্রচারের সময় তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম এর সমর্থকদের বিশৃঙ্খল আচরণের কারণে পদদলনের ঘটনা ঘটে, যেখানে বহু মানুষ আহত হন এবং কিছু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা।

বিজেপি নেত্রী উমা আনন্দন আদালতে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে বলেন, ঘটনার পর অনেক প্রশ্ন এখনো অনুত্তরিত রয়েছে এবং প্রশাসনের গাফিলতির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সেই আর্জি খারিজ করে দেয় এবং বলেন, মামলাটি মাদুরাই বেঞ্চের এখতিয়ারে পড়ে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সেখানেই যেতে হবে।

একই মামলায়, টিভিটি-র জেলা সম্পাদক এন. সাতীশ কুমার-এর আগাম জামিনের আবেদনও খারিজ করে দেন বিচারপতি এন. সেথিলকুমার। আদালত প্রশ্ন তোলে, "দলের পক্ষ থেকে ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং সমর্থকদের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ এই ঘটনায় মূলত দায়ী।

এই ঘটনার জেরে পুলিশ টিএভটি এর একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে মোট ৯টি এফআইআর দায়ের করেছে। জেলা সম্পাদক সহ একাধিক নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন** বিজেপি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এর ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, তামিলনাড়ু তিনটি বড় দুর্যোগের সম্মুখীন হলেও, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার বা অর্থমন্ত্রী রাজ্যে আসেননি, কোনও সাহায্যও পাঠানো হয়নি। অথচ করুরে এই একটি দুর্ঘটনার পর বিজেপি প্রতিনিধি দল এসে হাজির।"

স্টালিন আরও বলেন, মণিপুর দাঙ্গা, গুজরাটের ঘটনাবলী বা কুম্ভমেলায় মৃত্যুর ঘটনার সময় বিজেপি কোনও তদন্ত কমিটি পাঠায়নি। তাহলে করুরে হঠাৎ এত উৎসাহ কেন? এর পেছনে কোনও মানবিক দায়বদ্ধতা নয়, বরং আসন্ন নির্বাচনের রাজনীতি লুকিয়ে আছে।"

মালয়েশিয়ার কেমামান বন্দরে পৌঁছেছে আইএনডি সাহ্যাদ্রি, ভারত-মালয়েশিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সফর

কুয়ালালামপুর, ৩ অক্টোবর : ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনডি সাহ্যাদ্রি মালয়েশিয়ার কেমামান বন্দরে নোঙর করেছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে ভারতের নিয়মিত কার্যকরী মোতায়েনের অংশ। রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভি-র পক্ষ থেকে জাহাজটিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে।

মালয়েশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, এটি আইএনএস সাহ্যাদ্রির তৃতীয় সফর মালয়েশিয়ায়। এর আগে, ২০১৬ সালে শুভেচ্ছা সফরে পোর্ট ক্ল্যাং-এ এবং ২০১৯ সালে কোটা কিনাবালুতে অনুষ্ঠিত তে অংশ নিয়েছিল এই যুদ্ধজাহাজ।

এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ একটি পোস্টে ভারতীয় হাইকমিশন লেখে, ২ অক্টোবর আইএনএস সাহ্যাদ্রি কেমামান বন্দরে পৌঁছেছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে, রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভি এবং আইএনএস সাহ্যাদ্রির মধ্যে পারস্পরিক সফর ও বিষয়-ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।"

জাহাজের কমান্ডিং অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তারা মালয়েশিয়ান নেভির নেভাল রিজিয়ন ১-এর ডেপুটি কমান্ডার

ফার্স অ্যাডমিরাল আব্দ হালিম বিন কামারুদ্দিন- এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছেএই সফর ভারতীয় নৌ-হাইড্রোগ্রাফিক বিভাগ এবং ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক অফিস-এর অধীনে আঞ্চলিক হাইড্রোগ্রাফিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রমাণ।"

মে মাসে অনুষ্ঠিত লাংকাওয়ি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অ্যান্ড অ্যারোস্পেস এক্সিবিশন-এ ভারত বিশিষ্টভাবে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়াব দাতো' সেরি আনোয়ার বিন ইব্রাহিম-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এক্স পোস্টে ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, লিমা ২০২৫- এর উদ্বোধনে, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ভারতের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাতে বলেন। তিনি বলেন, ভারত মালয়েশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী এবং লিমা-তে ভারতের উপস্থিতি তা আরও প্রমাণ করে।"

সিআইটিইউর উদ্যোগে ডাব্লুইউ ৭০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয় আগরতলায়।

কাজের সন্ধান

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৩,৫০০ এপ্রেন্টিস নিয়োগ
আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কানাড়া ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৩,৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিই/ বিটেক... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৩,৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কানাড়া ব্যাঙ্কে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১২ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্তবুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিবি/ এটি/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৯-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৩ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩১ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলা ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এছাড়া, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্যও রয়েছে বেশ কিছু সংরক্ষিত শূন্যপদ। মোট শূন্যপদ ৩,৫০০টির মধ্যে ১,৫৩৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ৫৫৭টি এসসি প্রার্থীর জন্য, ২২৭টি এসটি প্রার্থীর জন্য, ৮৪৫টি পদ ওবিসি প্রার্থীর জন্য এবং ৩৩৭টি পদ ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য রয়েছে ১২৫টি পদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন, রাজ্যভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েবসাইটে এর বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ, বিই, বিটেক, বিসিএ ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এমনকি এবার যাঁরা কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন বা দেবেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

প্রার্থীবাছাই হবে মেধাভিত্তিক। তবে প্রয়োজনে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতেও বাছাই করা হতে পারে। তখন, অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়গুলি হল: জেনারেল/ ফিনান্সিয়াল এওয়ারনেস, জেনারেল ইংলিশ, কোয়ান্টেটিভ এপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটি এন্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে (প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে)। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে; প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা। সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রের কোড নম্বরই জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের সঙ্গে দেওয়া অ্যাকোয়েন্ট ইওরসেল্ফ বুকলেটের মাধ্যমে। এসব ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার প্রায় ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

অনলাইনে পরীক্ষার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী। চূড়ান্ত মেধাতালিকা হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর নম্বর মিলিয়ে। মেধাতালিকার প্রথম দিক থেকে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগ করা হবে। এপ্রেন্টিসের সময়কাল ১ বছর। এপ্রেন্টিস চলাকালীন সময়ে ১৫,০০০ টাকা হারে সাম্মানিক স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে। যিনি যে রাজ্যেই পরীক্ষা দেবেন, সেই রাজ্যেই নিয়োগ হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরার আইটিআই সমূহে **সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর**, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬১০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবরে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **এম.ও, ডেন্টাল**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত ডেন্টাল কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ক্রেডিট ম্যানেজার, এগ্রি. ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ১৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা গুয়াহাটি, কলকাতার মতো বড় শহরে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনি, অফিসার ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ইন্ডিয়ান অয়েলে **এপ্রেন্টিস**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, উচ্চমাধ্যমিক, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৩-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্টেশন কন্ট্রোলার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **হেড-কনস্টেবল, ড্রাইভার**পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৭৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **হেড-কনস্টেবল অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৫৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টার (আইটিআই, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই/ বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি ইঞ্জিনিয়ার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৬১০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা ২৫ অক্টোবরে, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এম.ও, ডেন্টাল (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ স্বীকৃত ডেন্টাল কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ক্রেডিট ম্যানেজার, এগ্রি. ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা গুয়াহাটি, কলকাতার মতো বড় শহরে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনি, অফিসার ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৫২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, উচ্চমাধ্যমিক, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৩-৩৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্টেশন কন্ট্রোলার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৬৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড-কনস্টেবল, ড্রাইভার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৭৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড-কনস্টেবল, অপারেটর (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
এস.এস.সি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৫৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি - স্পোর্টস কোটা (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে
রেল মন্ত্রকে ৩৬৮ সেকশন কন্ট্রোলার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ভারতীয় রেলওয়েতে সেকশন কন্ট্রোলার সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩৬৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে সেকশন কন্ট্রোলার সহ বিভিন্ন পদে ৩৬৮ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-১-২০২৬-এর হিসেবে ২০ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৩৬৮-টির মধ্যে এসসি'র জন্য ৫৬টি, এসটি'র জন্য ৩৪টি, ওবিসি'র জন্য ৮০টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৪টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৭৪টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৫টি পদ। এছাড়া, প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য রয়েছে ৩৬টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং - ১ঃ ক্যাটেগরি নং-১ ঃপদের নাম ঃ সেকশন কন্ট্রোলার ঃ শূন্যপদ ৩৬৮টি। এর মধ্যে তফশিলি জাতি, তফশিলি উপজাতি এবং ওবিসিভুক্ত প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিতও রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য রয়েছে বেশ কিছু শূন্যপদ। এর মধ্যে আবার রিজিওন বা জোনভিত্তিক বিভাজনও রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,

এপ্রেন্টিস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীরা উভয় ক্ষেত্রেই আবেদনের যোগ্য। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। সব ক'টি ক্ষেত্রেই বয়স ঃ ২০ থেকে ৩৩ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ ৭ম বেতন কমিশন মোতাবেক লেভেল-৬ অনুযায়ী প্রাথমিক বেতন প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১০ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৪ অক্টোবরের মধ্যে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং সিইএন নং - ০৪/ ২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

আগরতলায় এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে
ড্রাইভার ও অপারেটর ১২৮৯ নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এসএসসি বা স্টাফ সিলেকশন কমিশন পরীক্ষার মাধ্যমে দিল্লি পুলিশে কনস্টেবল ড্রাইভার এবং ওয়ারলেস ও টেলিপ্রিন্টার অপারেটরপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১,২৮৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে লাইট মোটর ভেহিকলে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ঃ ১৮-২৭ ও ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। এককথায়, কেন্দ্রীয় পুলিশে অর্থাৎ দিল্লি পুলিশে ১,২৮৯ জন কনস্টেবল ড্রাইভার এবং ওয়ারলেস ও টেলিপ্রিন্টার অপারেটর নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কোটা অনুযায়ী ১,২৮৯ জন তরুণ-তরুণী নিয়োগ করা হবে। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন, মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। নিয়োগ করবে দিল্লি পুলিশ। এসএসসি পরিচালিত হেড-কনস্টেবল এন্ড কনস্টেবল ইন দিল্লি পুলিশ এগজামিনেশন- ২০২৫ পরীক্ষার মাধ্যমে। পুরুষ-মহিলা উভয় ক্ষেত্রেই প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ১-৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৭ এবং ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ ও ২১ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। এসসি/ এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩২ ও ২১ থেকে ৩৫ বছর। বিধবা বা বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। এক্স-সার্ভিসম্যানদের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ ছাড়। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি.। তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮২ সেমি (তফশিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৩ ও ৭৭ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি। তফশিলি উপজাতি অথবা তফশিলি জাতিদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি। সবক্ষেত্রেই ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে স্তর-৪ পে মেট্রিক্স অনুযায়ী ২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৫ অক্টোবরের মধ্যে । অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। উল্লেখ্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (সিবিটি), শারীরিক সক্ষমতা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা (পিই এন্ড এমটি), ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা। কার, কবে পরীক্ষা, সেটা কল লেটারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় থাকবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক প্রশ্ন, মোট ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় পাবেন দেড় ঘন্টা অর্থাৎ ৯০ মিনিট। ভুল উত্তরের জন্য কোনও নম্বর কাটা যাবে না, অর্থাৎ কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের প্রশ্নপত্রে থাকবে ৫টি পার্ট। পার্ট-(এ): জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ের মোট ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। পার্ট-(বি): কোয়ান্টিটেটিভ এপ্টি টিউড বিষয়ের মোট ২০ নম্বরের ২০টি প্রশ্ন। পার্ট-(সি): জেনারেল ইন্টেলিজেন্স -এর মোট ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। পার্ট-(ডি): ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের বিষয়ে মোট ২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। পার্ট-(এফ): কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস-এর বিষয়ে মোট ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন। এতে সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৬ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, ৩টি সুযোগে সাড়ে ১৪ ফুট লং জাম্প, ৩টি সুযোগে ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি হাই জাম্প। মহিলাদের ক্ষেত্রে থাকবে ৮ মিনিটে ১৬০০ মিটার দৌড়, ৩টি সুযোগে ১০ ফুট লং জাম্প, ৩টি সুযোগে ৩ ফুট হাই জাম্প। সবশেষে স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা। এবিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

সিটি সেন্টারে মহিলা সহ তার স্বামীর উপর আক্রমণের প্রতিবাদে কংগ্রেসের মহিলা মোর্চার উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

দশমীতে উদয়পুর সাত জায়গায় নয়টি কাউন্টারে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের মধ্যে মাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ অক্টোবর: বিজয়া দশমী উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মত এই বছরও উদয়পুর সাত জায়গায় নয়টি কাউন্টারে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের মধ্যে মাছ বিতরণ করা হয়। এবছর উদয়পুর ধ্বনি সাগরে দুটো কাউন্টারে ,অমর সাগরদিঘীতে দুটো কাউন্টারে, রাজধরনগর মানিক্য দিঘির একটি কাউন্টারে , বাগমা কমলা সাগরে একটি কাউন্টারে, কিল্লা একটি কাউন্টারে আঠারো ভোলা নতুন করে একটি কাউন্টারে এবং অমরপুর মহকুমায় একটি কাউন্টারে ভোক্তাদের মধ্যে দশমী উপলক্ষে মাছ বিতরণ করা হয়। এবছর পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ ভক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।একমাত্র রাজধর নগর মানিক্য দিঘী ছাড়া অন্যান্য কাউন্টার গুলোতে মাছের আকার ছিল বড় আকারের।

একমাত্র রাজধরনগর মানিক্য দীঘিতেই এক কিলোর নিচে ব্রিগেড মাছ বিতরণ করা হয়। সবগুলো বিতরণ কেন্দ্র থেকেই বেশিরভাগ ব্রিগেড মাছ বিক্রি করা হয়। কোথাও কোথাও কাতল ,মৃগেল ,আইর এবং সিলভার কাপ মাছ বিক্রি করা হয়।সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে মোট সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কিলো মাছ বিক্রি করা হয়। এই নিয়ে শহরের ভোক্তাদের মধ্যে কোন অসন্তোষ না থাকলেও, উদয়পুর রাজধর নগর মানিক্য দীঘিতে যে মাছ দেওয়া হয় তা আকারে ছোট এবং ওজনের কম ছিলো।

যেখানে ধনী সাগর এবং অমর সাগরে এক কিলোর নিচে ব্রিগেড মাছ বিক্রি হয়েছে ১৫০ টাকায় সেখানে রাজধরনগর মানিক্য দিঘির কাউন্টার থেকে ২০০ টাকা কিলো দরে বিক্রি করা হয়েছে এক কেজির কম ওজনের ব্রিগেড মাছকে।

রাজধরনগর মানিক্য দিঘির ফিশারী অফিসার বিশ্বজিৎ শুক্ল দাসকে এই পার্থক্য হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন ত্রিপুরা সরকারের মৎস্য দপ্তরের নির্দেশমূলে এই মাছ বিক্রি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন আপৎকালীন সময়ে কোন ধরনের কাজ করতে গেলে সরকারি প্রটোকলে সরকারী দিঘিগুলোতে উন্নয়ন করতে অনেক সময় চলে যায় ফলে প্রয়োজনের সময় সামগ্রী পাওয়া যায় না ,যার ফলে রাজ্যের বেশ কয়েকটি দিঘীকে ফিশ ফার্মার ডেভেলপমেন্ট এবং ডেমনস্টেশন সোসাইটির হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। যেমনটা রাজনগর দিঘিতেও ফিশ ফার্মারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এজন্য এই দিঘী থেকে যারা মাছ সংগ্রহ করবেন তাদেরকে একটু বেশি দাম দিয়েই মাছ কিনতে হবে। এই নিয়ে রাজননগর এলাকার ভোক্তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়।

মৎস্য দপ্তরের গোমতি জেলা উপনিয়ামক কৃষ্ণ হরি ত্রিপুরার সাথে কথা বলে জানা যায় রাজধরনগর ফিশারি অফিসার বিশ্বজিৎ শুক্লদাস যা বলেছেন গোমতি জেলা উপনিয়মক কৃষ্ণ হরি ত্রিপুরাও একই কথা বলেছেন।এখন ভোক্তাদের প্রশ্ন -গ্রামে থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে অথচ গ্রামের মাছ শহরে যাবে বা শহরের মাছ কম দামে বিক্রি হবে এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। ব্যাপক অঞ্চলের ভুক্তারা সর্বত্র একই দামে মাছ বিক্রি করার আবেদন করেন।মৎস্য দপ্তরের সুপারেনটেনডেন্ট যদুলাল সাহা, অমরসাগর ফিশারি অফিসার তনুকা চক্রবর্তী,ধনীসাগর ফিশারি অফিসার নীলাভ আইচ এবার সমস্ত কাউন্টারগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই ভোক্তাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন বলে দাবি করেন।এই দাবি যে অমূলক নয় ভোক্তাদের সাথে কথা বলে তা প্রমাণ পাওয়া যায় ।সবাই খুশি মনে নিজের প্রয়োজনীয় মাছ পেয়ে দীর্ঘ বছর পর বাঙালি মাছে ভাতে ষোলআনা পূরণ করলো বলে উদয় পুরবাসী অভিমত ব্যক্ত করেন।

চাকমাঘাট বাজার কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত দুর্গোৎসবের দশমী উৎসব আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর: তেলিয়ামুড়া মহকুমার গ্রামীণ এলাকা চাকমাঘাট বাজার কমিটির উদ্যোগে আজ শারদীয় দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমী উৎসব আনন্দ, আবেগ ও ঐতিহ্যের আবহে উদযাপিত হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে আয়োজিত এই উৎসবটি স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার এবং সামাজিক মিলনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

সকালের পর থেকেই চাকমা ঘাটের ব্যারেজ প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে নারী-পুরুষ ও শিশুদের পদচারণায়। ভক্তি-ভরা প্রার্থনা, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। বিকেল নাগাদ খোয়াই নদীর তীরে দেবী দুর্গার প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয় গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণে। এরপর পূজা কমিটির পক্ষ থেকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, যা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয় গ্রামের ঐক্য ও সামাজিক বন্ধনের প্রতীক হিসেবেও ধরা পড়ে।

এই আয়োজনে বিশেষ গুরুত্ব পায় শাস্ত্রমতে ব্যবহৃত অপরাজিতা গাছের লট ও শালু কাপড়। স্থানীয় পুরোহিত সুমিত্র শর্মা জানান, “এই সুতো ব্যবহার করলে নিজের ও পরিবারের কল্যাণ হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বিধি অনুসারে আয়োজিত হয়েছে।”

বিজয়া দশমীর আবেগঘন এই দিনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা হলো হাতে লাল সুতো বেঁধে দেওয়া। শাস্ত্রীয় মতে, লাল রঙ দেবীশক্তির প্রতীক। দেবীর বিজয়া যাত্রার সময় এই সুতো মানুষকে অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা করার প্রতীক হিসেবে প্রদান করা হয়। পাশাপাশি এটি সমাজে ভ্রাতৃত্ব, মিলন ও আত্মিক বন্ধনেরও প্রকাশ ঘটায়।

নারীদের সিঁদুর খেলায় অংশগ্রহণের সঙ্গে পুরুষ ও শিশুদের হাতে লাল সুতো বাঁধাসব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল সমৃদ্ধির কামনা ও মঙ্গলবার্তার আবহ। পণ্ডিতমহলের মতে, “বিজয়া দশমীর লাল সুতো কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির ধারক। এই সুতো মানুষকে মনে করিয়ে দেয়, দেবীর আশীর্বাদ সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছে।”

গ্রাম হোক কিংবা শহরবিজয়া দশমীর লাল সুতো আজও বাঙালির ভক্তি, বিশ্বাস ও আবেগের চিরন্তন অঙ্গ। চাকমা ঘাট বাজার কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান তাই শুধু একটি পূজা নয়, বরং গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐক্যের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে রইল।

পুলিশের অভিযানে ধ্বংস গাঁজা চাষ

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল খোয়াই জেলা পুলিশ। আজ সকালে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে টিএসআর ও বিএসএফ -এর যৌথ বাহিনী অংশ নেয়। অভিযান চালানো হয় খেংরাবাড়ি ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে প্রায় ৪৫ হাজার অপরিণত গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে বাহিনী। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ মাদকচাষ রোধে নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিনের অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা চাষ ধ্বংস হওয়ায় স্থানীয়ভাবে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার বাড়ির প্রতিমা নির্জনের একটি দৃশ্য।

বাংলাকে নিয়ে বিদ্যাসাগর

● প্রথম পাতার পর

স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই বিজেপির লক্ষ্য। সেই দিশাতেই বাংলাতে কাজ করছে বিজেপি।

এদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এস আই আর প্রসঙ্গে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিরোধীদের কাছে এখন বিরোধিতা করার কোন বিষয় নেই। তাই এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তারা। সাংসদ বলেন, এসআইআর নতুন কোন বিষয় নয়, এটি আগে থেকেই নির্বাচন কমিশন দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। এই বিষয় নিয়ে নতুন করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন কারণ নেই।

উল্লেখ্য, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিপ্লব কুমার দেবকে ইতিমধ্যেই সহ-প্রভারি পদে নিয়োগ করেছে বিজেপি। নির্বাচনের প্রাক্কালে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁকে রাজ্যের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যাবে বলে সূত্রের খবর।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বিপ্লব দেবের অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা আগামী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগঠনে নতুন দিশা দেবে।

বাংলাদেশে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে নৌকাডুবি শিশুর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

নৌকার সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায় নৌকাটি। নৌকায় ছিল অন্তত ১৮ জন। বাকিরা সাঁতরে উঠে এলেও দুই শিশু হারিয়ে যায় জলে।

ফায়ার সার্ভিস আধিকারিক মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন রায়হান চৌধুরী বলেন, “গতকাল রাতে উদ্ধারকাজ চালানো সম্ভব হয়নি। আজ সকালে একজনের দেহ মিলেছে। আরও এক জনকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।” শুক্রবারও নদীর ধারে শোকস্তব্ধ পরিবারের কান্না ভেসেছে বাতাসে।

পাশবিক নির্যাতনে

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকার অবস্থা বেগতিক দেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। স্থানীয়রা মেয়েটিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে তাকে গুরুতর অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। নাবালিকার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি বলেন, অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক থাকলেও পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এ ধরনের জঘন্য অপরাধীদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। এদিনের ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা অভিযুক্তের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

আজ কার্নিভ্যাল

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, পশ্চিম জেলায় ৪৯৪ টি, সিপাহিজলায় ১৩৪ টি, গোমতী জেলায় ১৩৭ টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১২২ টি, উত্তর ত্রিপুরায় ১৯৭ টি, উনকোটিতে ১১৯ টি, ধলাই-এ ১৫৯ টি, খোয়াই জেলায় ২৯১ টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আজও গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য সবরকমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। গতকাল দুর্গা পূজার দশমীতে ৯৪৪ টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছিল। আজও পুলিশ, টিএসআরের উপস্থিতিতে রাজ্যের প্রায় ৮৫ জায়গায় প্রতিমা নিরঞ্জন চলছে। রাজ্যে এই বছর ২ হাজার ৯৮৩ টি দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়।

শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে মায়ের গমন অনুষ্ঠান বা কার্নিভাল। মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এর জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কার্নিভালের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা। উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য সদস্যা সহ বিশিষ্টজনেরা। কার্ভিনাল অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলতে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। মায়ের গমন কার্নিভালে অংশগ্রহণে এখনও পর্যন্ত ৩৮টি আবেদন জমা পড়েছে।

দুর্গা বাড়িতে নিয়ম মেনে অনুষ্ঠিত হলো দশমী পূজা। অনুষ্ঠিত হয়েছে মাকে বরণ করা ও সিঁদুর খেলা। রাজ্যের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজার অন্তিম দিন। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত বেশ ধুমধামে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দুর্গাপূজার আনন্দ উপভোগ করেছেন। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্র বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় পূজা মন্ডপগুলিতে ভক্ত প্রাণ মানুষের উপচে পড়া হয়েছে। মহা নবমী পার হয়ে আজ বিজয়া দশমী। আজ দুর্গতিনাশিনী দশভূজা দেবীকে বিদায় দেওয়ার দিন। সত্যিই মাকে বিদায় দিতে প্রতিটি মানুষের হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিয়তির বিধি মেনে নিতেই হবে। মাকে বিদায় দিতেই হবে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন পূজা মন্ডপে যথাযোগ্য মর্যাদায় মায়ের বিদায় অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। মা বোনেরা নতুন সাজে সেজে দশমী যাত্রা করতে হাজির হন দুর্গা মন্ডপে।

বিজয়া দশমীতে মায়ের সিদুর খেলায় মত্ত হয়ে ওঠেন। আগামীর আহ্বান জানিয়ে মাকে বিদায় দেওয়া হয়। বিজয়া দশমী আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্গা মন্ডপ বলে গুলিতে প্রতিমা আজও দর্শনার্থীদের জন্য রয়েছে। বিজয়া দশমী উপলক্ষে আগরতলা পৌরনিগমের ৪৪ নং ওয়ার্ড এর পক্ষ থেকে ঢুকলি বাজারে মিষ্টি বিতরণ ও বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বিজয়া দশমি উপলক্ষে আগরতলা পৌরনিগমের ৪৪নং ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। এদিন ৪৪নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধিরা ডুকলী বাজারে এক কর্মসূচির মাধ্যমে জনতার সঙ্গে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় করে মিষ্টি বিতরণ করেন। এই কর্মসূচী তে উপস্থিত ছিলেন আরতলা পৌরনিগমের মেয়র ইন কাউন্সিলার তথা ৪৪নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী।

ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনা, একই পরিবারের তিন গুরুতর আহত

● প্রথম পাতার পর

তারা দ্রুত এগিয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে খবর দেন।

পরকীয়ার জেরে স্বামী-সন্তান রেখে

● প্রথম পাতার পর

কোথাও সন্ধান না মেলায় শেষমেশ তিনি কৈলাশহর মহিলা থানার শরণাপন্ন হন। থানায় দেওয়া অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেছেন, মাকে না পেয়ে তাঁর ছোট সন্তান সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় রয়েছে। তার অনুমান, পরকীয়ার জেরেই পালিয়ে গেছে তার স্ত্রী।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিকে নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধারে পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে সাহায্যের আবেদন করেছেন স্বামী তাজুদুর রহমান।

ভারতের পাশে থাকার

● প্রথম পাতার পর

প্রতিটি সিদ্ধান্ত সতর্কভাবে দেখে, এবং তারা কখনও কাউকে সামনে অপমান মেনে নেবে না। মোদিও এমন কিছু করবেন না, যা দেশের মর্য্যাদায় আঘাত হানে।”

এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভারত ও চীনকে ইউক্রেন যুদ্ধের আর্থিক সহায়তাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য।

এর পরেই আমেরিকা আগস্ট মাসে ভারতের পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক বসায়, যার ফলে মোট শুল্ক দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে।

পুতিন আরও বলেন, “ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই গড়ে উঠেছে। ভারত এই ইতিহাসকে মনে রাখে, সম্মান করে এবং আমরাও তার কদর করি। আমাদের মধ্যে কখনও কোনও রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব বা উত্তেজনা ছিল না।”

ভারত-রাশিয়া বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন পুতিন। তিনি জানান, “আমরা ভারতের কৃষিপণ্য, ওষুধ ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের আমদানি বাড়াতে পারি। আমাদের মধ্যে ব্যবসার সুযোগ অনেক, কিন্তু কিছু আর্থিক, লজিস্টিক ও পেমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।

তিনি জানান, ভারত-রাশিয়া বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বের ১৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে এবং এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে।

সিটি সেন্টারে স্বামী

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। গুরুতর আহত অবস্থায় রক্তাক্ত নারায়ণ ঘোষকে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকরা তাঁকে জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।

অপরদিকে, ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। নারায়ণ ঘোষের স্ত্রী জানান, অভিযুক্তকে তারা চিনতেন না, হঠাৎ করেই সে কটূক্তি করে, তার স্বামী বাঁধা দিতে গেলে তাকে রক্তাক্ত করেছে ওই যুবক।

এদিকে আজ সকালে থানায় গিয়ে ওই মহিলা দেখেন, থানার বাইরে অপর এক অভিযুক্ত ঘোরাঘুরি করছে। ওই যুবকও গতকাল মারপিটের ঘটনায় সামিল ছিল বলে অভিযোগ। অপর অভিযুক্তকে থানায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন ওই মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

এদিকে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারী নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। মহিলা কংগ্রেস নেত্রীরা অভিযোগ করে বলেন, রাজ্য সরকার দাবি করছেন মহিলারা সুরক্ষিত রয়েছে রাজ্যে। কিন্তু বাস্তবে স্বাভাবিক দিন তো দূর, উৎসবের দিনগুলোতেও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেননা নারীরা। মহিলাদের নিরাপত্তা নেই বললেই চলে। অবিলম্বে ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

এদিকে আজ মজদুর মনিটরিং সেলের উদ্যোগেও থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি প্রদানের দাবি জানিয়েছেন নেতৃত্বরা।

শহরের বুকে দুর্গাপূজার দশমীর দিনে এমন ঘটনা ঘটায় স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

আনন্দমেলায় স্বামী, স্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তবে ছোট্ট এই অনুরোধ থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। প্রাথমিক তর্কবিতর্কের জেরে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং অভিযোগ, একাধিক সদস্য মিলে ওই ব্যক্তিকে মারধর করেন। তাঁকে মাটিতে ফেলে ব্যাপকভাবে প্রহার করা হয়। স্ত্রী যখন এগিয়ে আসেন স্বামীকে রক্ষা করতে, তখন তাঁর উপরও চড়াও হয় অভিযুক্ত যুবকেরা। মহিলার অভিযোগ, অভিযুক্তরা কৌশিক আচার্য, দ্বীপায়ন সাহা ওরফে বিল্টু, সাগর দে, ও কিষাণ বিশ্বাস তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং তাঁর গায়ে হাত তোলেন। ঘটনার পরই ১১২ নম্বরে ফোন করে পুলিশের সহায়তা চান আক্রান্তরা। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও অভিযোগ, ততক্ষণে অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ আনন্দমেলা আয়োজকদের থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এবং আক্রান্ত পরিবারকে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে ও পরে গুরুতর অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

চাঞ্চল্যকরভাবে, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ক্লাব সদস্যদের আর এলাকায় দেখা যায়নি। তবে স্থানীয়রা জানান, থানার চত্বরে কিছু ক্লাব সদস্য উপস্থিত ছিলেন, যদিও তাদের বিরুদ্ধে কোনও গ্রেপ্তারি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়।

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকীতে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী স্বাস্তনা চাকমা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্টেশনারি দোকানের আড়ালে মাদক ব্যবসা, পুলিশের অভিযান, উদ্ধার বিলেতি মদ ও নেশাজাতীয় সামগ্রী

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: শারদোৎসবের আনন্দের মাঝে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা ঘটল আগরতলার নতুন বাজার এলাকায়। মহাসপ্তমীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযান চালায় নতুন বাজারের বিকাশ দেবনাথ নামক এক ব্যক্তির মালিকানাধীন স্টেশনারি দোকানে। দোকানের আড়ালে চলছিল বেআইনি মাদক ও মদ ব্যবসা। পুলিশ অভিযানে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ, নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং কিছু নগদ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই দোকান নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ ছিল। যদিও বাইরে থেকে দোকানটি একটি সাধারণ স্টেশনারি ও কনফেকশনারি দোকানের মতোই দেখায়, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এখানে চলত বেআইনি কার্যকলাপ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর রাত প্রায় ১টা নাগাদ বিশালগড় থানার পুলিশ একটি বিশেষ অভিযানে দোকানে হানা দেয়। তবে পুলিশ পৌঁছনোর আগেই দোকানের মালিক বিকাশ দেবনাথ গা ঢাকা দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, পুলিশের আগমন সংক্রান্ত আগাম খবর সে কোনওভাবে পেয়ে যায়। পুলিশ অভিযানে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ বিলেতি মদ, নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং কিছু নগদ টাকা।

আগামী দিনে এমন আরও বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। উৎসবের আবহে নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে নতুন বাজার ও আশপাশের এলাকায়।

মহাসপ্তমীর পুণ্যতিথিতে কূর্মপীঠ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে স্বপরিবারে পূজার্চনা

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: দেবীপক্ষের মহাসপ্তমী তিথিতে ৫১ পীঠের অন্যতম ও অতি পবিত্র শক্তিপীঠ কূর্মপীঠ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে স্বপরিবারে পূজার্চনার সৌভাগ্য লাভ করলেন একজন ভক্ত। এই পুণ্য লগ্নে মায়ের ভব্য ও দিব্য মূর্তির দর্শনে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ভক্তিভরে ও অপরিসীম আনন্দে।ত্রিপুরার উদয়পুরে অবস্থিত ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, যা সারা ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রীদের কাছে এক অন্যতম আকর্ষণ, মহাসপ্তমীর সকালে ছিল ভক্তদের ভিড়ে উপচে পড়া। ঠিক সেই শুভ সময়েই মন্দির প্রাঙ্গণে স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে মায়ের চরণে অর্ঘ্য, পুষ্প, ও নিবেদন সমর্পণ করে পূজার্চনা সম্পন্ন করেন ওই ভক্ত। এদিন তিনি জানান, মহাসপ্তমীর এই পবিত্র দিনে মা ত্রিপুরাসুন্দরীর দর্শন ও পূজার্চনা করার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মায়ের দিব্য মূর্তি যেন হৃদয়ে এক অপার্থিব অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই অনুভব ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসেন। যেন দুঃখ-ক্লেশ থেকে মুক্তি মেলে এবং সমাজে প্রেম, সহানুভূতি ও মানবিকতা বিরাজ করে।

গভীর জঙ্গল থেকে নিখোঁজ বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা ৩ অক্টোবর: গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল এক ৭০ বছরের বৃদ্ধের নিথর দেহ। মৃত ব্যক্তির নাম রসুল মিয়া, তিনি বিশালগড় থানার অন্তর্গত উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের হাফাজিয়া মুড়া এলাকার বাসিন্দা। তার রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল থেকে রসুল মিয়ার কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে আশপাশের এলাকায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দিনভর খোঁজ চললেও কোনও সন্ধান মেলেনি। এরপর দুপুর ২টা নাগাদ দেখা যায় গভীর জঙ্গলের ভিতরে ঝুলন্ত মৃত দেহ উদ্ধার হয়েছে। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠানো হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হালাইরপার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে ঘটা করে পূজা উদযাপন, প্রতিমা নিরঞ্জন মনু নদীতে

কৈলাসহর, ৩ অক্টোবর: চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হালাইরপার সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। পূজা অনুষ্ঠিত হয় কিনাইচর স্কুল মাঠে।

বৃহস্পতিবার থাকার কারণে প্রতিমা নিরঞ্জন না করে শুক্রবার দুপুরে মনু নদীতে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। পূজো উপলক্ষে চার দিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় পূজা মণ্ডপে। শুক্রবার দুপুরে সিঁদুর খেলায় অংশ নিয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন এলাকার মহিলারা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী হিমাংশু দাস, সহ-সভাপতি বিভন মালাকার, সম্পাদক উত্তম ঘোষ এবং কোষাধ্যক্ষ জয় ঘোষ।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কোষাধ্যক্ষ জয় ঘোষ জানান, প্রতিবছরের মতো এ বছরও সর্বসাধারণের সহযোগিতায় দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে পূজা মণ্ডপ ছিল উপচে পড়া ভিড়ে মুখরিত।

ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনে মহা ধুমধাম কুমারী পূজা উদযাপন, দর্শনার্থীদের ভিড়

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: প্রতি বছরের মতো এবছরও দুর্গোৎসবের অষ্টমীতে ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত হল কুমারী পূজা। মহাঅষ্টমীর এই বিশেষ পূজা দেখতে আজ সকাল থেকেই ভিড় জমায় হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থী। চারিদিকে উৎসবের আবহ, ঢাকের বাদ্যি, ধূপের গন্ধ আর দেবী বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে মিশন প্রাঙ্গণ।

এবছরের কুমারী মা ছিলেন আগরতলার রাণীবাজার এলাকার বাসিন্দা স্বর্ণমিতা চক্রবর্তী। বয়স মাত্র ৭ বছর ১১ দিন। সে স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীরূপে পূজা করা হয়। আরও জানা গিয়েছে, তার মা তথা আইনজীবী সোনালী চক্রবর্তী জানান এক সময় তিনিও কুমারী রূপে পূজিতা হয়েছিলেন। সোনালী চক্রবর্তীর স্বামী সদরের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রামেশ্বর চক্রবর্তী।

পূজার শুরু হয় সকালে বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ ও বর্ণাঢ্য আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। কুমারী স্বর্ণমিতাকে স্নান করিয়ে, নতুন বস্ত্র পরিয়ে, গয়নায় অলংকৃত করে দেবীর আসনে বসানো হয়। এরপর মন্দিরের পুরোহিত মন্ত্রপাঠ ও নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে পূজা সম্পন্ন করেন। দেবীকে নিবেদন করা হয় ফল-মিষ্টি, প্রসাদ ও পুষ্পাঞ্জলি।

একজন পুরোহিত জানান, কুমারী পূজার শাস্ত্রীয় ভিত্তি অত্যন্ত গভীর। পুরাণ অনুযায়ী, এক সময় শক্তিশালী অসুর কোলাসুর স্বর্গ ও মর্ত্যলোক দখল করে নেয়। তখন দেবতারা দেবী মহাকালীর শরণাপন্ন হন। দেবী কুমারীরূপে পুনর্জন্ম নিয়ে কোলাসুরকে বধ করেন এবং ধরণীকে রক্ষা করেন। সেই থেকেই কুমারী পূজার প্রচলন শুরু হয়। এ পূজা শুধু ভক্তির প্রকাশ নয়, এটি নারীশক্তির প্রতি সম্মানজ্ঞাপনও বটে।

ত্রিপুরা জুড়ে এখন শারদ উৎসবের চরম আনন্দময় সময় চলছে। প্রতিটি পাড়া, মহল্লা ও মন্দিরে চলছে দেবী দুর্গার আরাধনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মেলা। ধলেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশনের এই কুমারী পূজা সেই উৎসবেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

জনজাতি এলাকায় পূজা পরিক্রমায় মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ত্রিপুরা জুড়ে যখন উৎসবের আনন্দ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক তখনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পরিক্রমা করে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানালেন স্থানীয় জনগণকে। তিনি পূজামণ্ডপে গিয়ে প্রতিমার দর্শন করেন এবং পুজো আয়োজনের প্রশংসা করেন।

পূজার এই উৎসবমুখর পরিবেশে মুখ্যমন্ত্রীর সফর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সরেজমিনে জনজাতি এলাকার পূজামণ্ডপ পরিদর্শনের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি ও অংশগ্রহণকে সম্মান জানান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা এক বিশেষ সফরে টিএসআর (ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস) ক্যাম্পেও যান। সেখানে তিনি জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করেন, তাদের মনোবল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উৎসবের শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন কর্তব্য পালনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং তাঁদের কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়েও খোঁজখবর নেন।

নীরমহলে আগুন লাগানোর চেষ্টা দুষ্কৃতিকারীদের, ক্ষুব্ধ জনসাধারণ

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : ত্রিপুরার গর্ব, ঐতিহ্যের প্রতীক ও দেশের একমাত্র জলবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ নীরমহল আজ দুষ্কৃতিকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হলো। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিকারীরা গভীর রাতে প্রাসাদের মূল ফটকের দরজায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। যদিও বড়সড় দুর্ঘটনার আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে, তবে এই ঘটনায় রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা আচমকা ধোঁয়া দেখতে পান মূল ফটকের কাছে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও, দরজার একটি অংশ পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে। মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করে এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে।

প্রতারকের খপ্পরে ২০,০০০ টাকা খোয়ালেন পড়ুয়া

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: প্রতারকের খপ্পরে পড়ে কুড়ি হাজার টাকা খোয়ালেন এক ছাত্রী,ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকায়। বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

জানা যায় বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকার সেন্টু সিনহার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে রিয়া সিনহা এক প্রতারকের খপ্পরে পড়ে। গুগল প্লে থেকে কুড়ি হাজার টাকা প্রতারকের দল হাতিয়ে নেয়।অবশেষে বাধ্য হয়ে সাইবার ক্রাইম সহ বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। প্রতারকের খপ্পরে পড়ে কুড়ি হাজার টাকা খোয়াইয়ে সর্বসন্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবার। রিয়া সিনহা প্রতারকের সেই কথা কোন ভাবেই বুঝতে পারছিলেন না যে তাকে সর্বস্বান্ত করে ফেলছে প্রতারকের দল। এদিনের সংবাদ মাধ্যমে দারস্ত হয়ে ছাত্রী রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এ পতারকের পর থেকে নিজেদের সতর্ক থাকতে বার্তা দেন কিন্তু নিজে থেকে একেবারে ভেঙে পড়েন। তবে পুলিশ প্রশাসন সাইবার ক্রাইম সেই অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করেছেন। তদন্তক্রমে সে টাকা পাই কিনা ছাত্রীর পরিবারের সেটাই এখন দেখার বাকি রয়েছে।

মধুপুরে রাবার বাগানে দুষ্কৃতীদের হামলা, ধ্বংস শতাধিক গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: পুজোর মরশুমে ফের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় বিরোধী দলের এক সমর্থকের রাবার বাগানে ব্যাপক ভাঙচুর চালাল দুষ্কৃতীরা। অভিযোগ, তিনশোরও অধিক রাবার গাছ কেটে ফেলে ধ্বংস করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে মধুপুর থানায়।

ক্ষতিগ্রস্ত বামপন্থী কর্মী দেবপ্রসাদ চৌধুরী ওরফে দেবল জানান, "গত কয়েক বছর ধরে বারবার আক্রমণের শিকার হচ্ছি। কখনো রাবার বাগান ভেঙে দেওয়া, কখনো বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, বাইক ভাঙচুর, এমনকি পরিবারের উপর আক্রমণ পর্যন্ত হয়েছে।" তিনি আরও জানান, গত ছয় মাস আগে প্রায় সাড়ে তিনশত রাবার গাছ ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এবার ফের তিনশোর অধিক গাছ ধ্বংস করে দিল দুষ্কৃতীরা।

তার অভিযোগ, স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতী বাগানের ভিতরে মদ্যপান করে তারপর গাছ ভেঙে তছনছ করছে। সকালে পাশের বাগানে শ্রমিকরা কাজে এসে দেখতে পান গোটা রাবার বাগান প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দেবপ্রসাদ চৌধুরী এবং দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে পড়েন।

পরবর্তী সময়ে তিনি মধুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়েছে এবং তদন্ত সাপেক্ষে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এখন দেখার পুলিশের তদন্তে কী উঠে আসে।

জেল কর্মীর উপর অতর্কিত হামলা

ধর্মনগর সাব জেল থেকে পলাতক ৬ কুখ্যাত আসামী, গ্রেফতার এক

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: নিরাপত্তা কর্মীর উপর অর্তকিত হামলা চালিয়ে ধর্মনগরের সাব জেল থেকে ছয়জন আসামী পালিয়ে যায়। আজ সকালে ৬:২০ মিনিটের ওই ঘটনার জেরে গোটা ধর্মনগরে চরম উত্তেজনা এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পলাতক কয়েদিদের নাম — নিজাম উদ্দিন, রহিম আলী, সুনীল দেববর্মা, নারায়ণ চন্দ্র দত্ত, রোশান আলী এবং আব্দুল পাত্তা। এদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পলায়নের পরপরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। এক জেল আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ ভোরে জেলের নিয়মিত কাজকর্ম শুরুর ঠিক আগে নিরাপত্তা কর্মী গেদু মিয়াকে হঠাৎই আক্রমণ করে ওই ছয়জন। তারপর জেলের দরজা খুলে পালিয়ে যায় তারা। তাদের আক্রমনে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তৎপর হয় পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষ। তৎপর করা হয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও নিকটবর্তী থানাগুলিকেও।

তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে বিশেষ টিম গঠন করে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। পলাতকদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বাড়ির নির্মাণকাজে দুর্ঘটনা, উপর থেকে পড়ে গুরুতর আহত শ্রমিক, মালিকের নাম গোপন রাখার নির্দেশ

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: আগরতলার পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় নির্মাণাধীন একটি বাড়িতে কাজ করার সময় উপর থেকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন এক শ্রমিক। দুর্ঘটনাটি ঘটে আজ দুপুর নাগাদ, কানাই সর্দারের বাড়িতে নির্মাণকাজ চলাকালীন।

সহকর্মীরা জানান, মালিকের নির্দেশে শ্রমিকরা ওই বহুতল বাড়ির নির্মাণকাজ করছিলেন। সেই সময় একজন শ্রমিক হঠাৎই ভারসাম্য হারিয়ে ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান।

আহত শ্রমিকের চিৎকারে অন্যান্য শ্রমিকরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আহত শ্রমিকের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক, শরীরের একাধিক জায়গায় চোট লেগেছে।

তবে ঘটনা আরও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে যখন জানা যায়, আহত শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের মালিক পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন মালিকের নাম প্রকাশ না করা হয়।

সপ্তমীর সকালে পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা, গুরুতর জখম স্বামী

তেলিয়ামুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজার সপ্তমীর সকালেই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। গুরুতর আহত অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তাঁর স্বামী। ঘটনাটি ঘটে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বড়মুড়া পাহাড়ি এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জিরানিয়া থানাধীন এনআইটি রামদয়াল পাড়ার বাসিন্দা মঙ্গল দেববর্মা ও তাঁর স্ত্রী সোমা রানী দেববর্মা শনিবার সকালে দাঁতের চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়ার তুইচিন্দ্রাই এলাকায় আসেন। চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বড়মুড়া এলাকায় তাদের স্কুটির সঙ্গে একটি তেলের ট্যাঙ্কারের ধাক্কা লাগে।

ধাক্কার ফলে রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন সোমা রানী দেববর্মা। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দম্পতিকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. অজিত দেববর্মা প্রাথমিক পরীক্ষার পর সোমা রানী দেববর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর স্বামী মঙ্গল দেববর্মার চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ট্যাঙ্কারটিকে আটক করেছে। মৃতার দেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পরিবার-পরিজন হাসপাতালে ছুটে আসেন। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতার কন্যা ও আত্মীয়স্বজন। দুর্গোৎসবের আনন্দের মধ্যেই এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মহাষ্টমীতে আগরতলা দুর্গা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো জাঁকজমকপূর্ণ অষ্টমী পূজো, ভক্তদের ঢল

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমীর পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহা অষ্টমীর দিন, আগরতলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো অষ্টমীর বিশেষ পূজার্চনা, কুমারী পূজা এবং সন্ধিপুজো সহ একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়ে মুখরিত হয়ে ওঠে দুর্গা বাড়ি চত্বর।

সকালের প্রথম প্রহর থেকেই শুরু হয় দেবীর অষ্টমী বিগ্রহে মন্ত্রোচ্চারণ, চণ্ডীপাঠ এবং পুষ্পাঞ্জলি। সকাল ৮টা নাগাদ আরম্ভ হয় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, যেখানে হাজার হাজার ভক্ত একযোগে 'যা দেবী সর্বভূতেষু' স্তোত্র পাঠ করে দেবী দুর্গার চরণে ফুল অর্পণ করেন।

আগরতলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার ভক্ত আজ ভোর থেকেই ভিড় জমিয়েছেন দুর্গা বাড়িতে। মহিলারা পরিধান করেছেন লাল-সাদা শাড়ি, পুরুষেরা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে দেবীর দর্শনে এসেছেন। বহু দর্শনার্থী পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছেন ছোটদের সাথে, প্যান্ডেলে ঘুরেছেন, ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেছেন।

গঙ্গা আনায়নের মাধ্যমে সপ্তমীর সূচনা, পূজার আমেজে মাতোয়ারা শান্তির বাজার পূর্ব পাড়া

শান্তির বাজার, ৩ অক্টোবর : বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার আনন্দে একাত্ম হয়েছে শান্তির বাজার। এবছরও ঐতিহ্য মেনেই শুভ সপ্তমীতে গঙ্গা আনায়নের মাধ্যমে দুর্গাপূজার সূচনা করলেন শান্তির বাজার পূর্ব পাড়া দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোক্তারা। শাস্ত্রবিধি মেনে, ভোরবেলায় নদীতে গিয়ে গঙ্গাজল সংগ্রহ করে আনেন এলাকার যুবক ও মহিলারা।

সোমবার সকালে নদীতে দেখা যায় পূজা কমিটির সদস্যদের এক বিশাল মিছিল হাতে ঘট, মাথায় শঙ্খধ্বনি, পায়ে পদক্ষেপ একতার ছন্দে। এলাকার মহিলারা শঙ্খ বাজিয়ে এবং উলুধ্বনি দিয়ে গঙ্গাজল সংগ্রহ করেন। তারপর তা নিয়ে ফিরে আসেন পূজামণ্ডপে, যেখানে নবপত্রিকা স্নান ও স্থাপনের মাধ্যমে দেবী দুর্গার সপ্তমী বিহিত পূজা শুরু হয়।

এদিন শুধু পূর্ব পাড়া নয়, শান্তির বাজার মাষ্টার পাড়া এবং দক্ষিণ বাজারের পূজা কমিটির সদস্যদেরও গঙ্গা আনায়ন করতে দেখা যায়, ফলে গোটা এলাকা ভরে ওঠে উৎসবের প্রাণবন্ত সুরে।

জানা গিয়েছে, এই বছর শান্তির বাজার পূর্ব পাড়া দুর্গা পূজা কমিটি ১০ লক্ষ টাকার একটি বড় বাজেট নিয়ে পূজা পরিচালনা করছে। পূজার থিমে এবার নজরকাড়া এক সৃষ্টিশীলতা দেখা গেছে বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি মণ্ডপ যা পরিবেশবান্ধব এবং ঐতিহ্যবাহী গ্রামের ছোঁয়া বহন করে। স্থানীয় কারিগরদের দিয়ে এই থিমের কাজ করানো হয়েছে, যার ফলে পূজার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এলাকার স্বকীয়তা ও সংস্কৃতির গন্ধ।

আমতলী থানার বিশেষ মদবিরোধী অভিযান, গ্রেপ্তার ১

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে রাজ্য জুড়ে যখন উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি থানার পুলিশ বিভাগ। সেই ধারাবাহিকতায়, মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় আমতলী থানার পুলিশের এক বিশেষ মতবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পাওয়া গেছে।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন আমতলী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) পরিতোষ দাস, থানার সেকেন্ড অফিসার মৃণাল কান্তি পাল এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও টিএসআর জওয়ানরা। রবিবার সন্ধ্যায় অভিযান চালানো হয় মহেশখলা এলাকার ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ এবং হাঁপানিয়া এলাকার সমীর ঘোষের বাড়িতে। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়।

এছাড়াও, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ একই দিন সন্ধ্যায় ওএনজিসি ব্যাংক চৌমুহনী সংলগ্ন আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কে একটি ট্রাক আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে ট্রাকটি থেকে আরও বিপুল পরিমাণ অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়। এসময় ট্রাকচালক মনীশ দেবকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রবিবার রাতেই মনীশ দেবের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আমতলী থানার পুলিশ।

মহাসপ্তমীর আনন্দে মাতোয়ারা ত্রিপুরাবাসী, ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়িতে শাস্ত্রীয় রীতিতে পূজা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : আজ মহাসপ্তমী। পুজোর আনন্দে মাতোয়ারা গোটা ত্রিপুরাবাসী। পাশাপাশি, রীতি রীতি মেনে আগরতলার ঐতিহ্যবাহী দুর্গা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহা সপ্তমী পূজো। দূর্গা বাড়িতে পুজার্চনায় মগ্ন হয়েছেন ভক্তরা।

প্রসঙ্গত, বোধনের শুরুতেই জনস্রোতে ভাসলো তিলোত্তমানগরী। সন্ধ্যে থেকেই পূজা মণ্ডপে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। তবে, মহাপঞ্চমীর দিনেই অনেক মণ্ডপ খুলে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের জন্য। এদিন থেকেই রাস্তায় ভিড় জমতে শুরু হয়। একদিকে পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন পূজা পাঠ অন্যদিকে প্যান্ডেল প্রতিমা দেখার জন্য উৎসুক জনতার স্রোত বইছে বনেদি ক্লাবগুলোতে।

দুর্গাবাড়ির পূজা শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবেও ত্রিপুরাবাসীর গর্ব। তাই এখানে পূজোর দিনে মানুষের উৎসাহ থাকে চোখে পড়ার মতো। স্থানীয়দের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শনার্থীরাও অংশ নেন এই মহোৎসবে।

তেলিয়ামুড়ায় ভেঙে পড়ল আলোকসজ্জার গেট, আতঙ্কে দর্শনার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ অক্টোবর: শারদীয়া দুর্গোৎসবের আনন্দ মুখর আবহের মাঝেই তেলিয়ামুড়া শহরে ঘটল এক আতঙ্কজনক দুর্ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে প্রবল বর্ষণের জেরে তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজি নগর ব্রিজ সংলগ্ন স্থানে দুর্গাপূজার আলোকসজ্জার জন্য নির্মিত একটি বিশাল বাঁশের গেট হঠাৎ ভেঙে পড়ে একটি চলন্ত টোটোর উপর।

আকস্মিক এই ঘটনার জেরে মুহূর্তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অগ্নিনির্বাপক দপ্তর এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা দল মিলে জাতীয় সড়কের উপর পড়ে থাকা গেট সরিয়ে নেয়। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। সৌভাগ্যক্রমে বড়সড় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

তবে দুর্ঘটনার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, পূজার ভিড়ের সময় এমন একটি ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থার বড়সড় ত্রুটি ও অবহেলার পরিচয় বহন করে। তাঁদের দাবি, প্রশাসনের উচিত পূজা কমিটিগুলির কার্যকলাপ ও নির্মাণকাজের উপর কঠোর নজরদারি করা, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। ঘটনার পর থেকেই পূজা মণ্ডপ ও আলোকসজ্জার কাঠামো নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সচেতন মহলের মতে, প্রতিকূল আবহাওয়ায় বড় গেট বা বাঁশের বিশাল কাঠামো জনসাধারণের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে, প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব তথা স্থানীয় বনেদি পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। দর্শকদের সুবিধার্থে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। উৎসবের মরশুমে এই দুর্ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিল আনন্দের পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

ছয় মাস ধরে ভাতা বন্ধ, অসহায় জম্পুইজলার বৃদ্ধ মদন দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ৩ অক্টোবর: ছয় মাস ধরে ভাতা না পেয়ে চরম অসহায় অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন জম্পুইজলা ব্লকের প্রমোদনগর ভিলেজের সুখরাম পাড়া এলাকার হতদরিদ্র বৃদ্ধ মদন দেববর্মা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সরকারি ভাতার সুবিধা পেয়ে আসছিলেন, তবে গত ছয় মাস ধরে সেই ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উৎসবের আনন্দ তাঁর কাছে মাটি হয়ে গেছে।

মদন দেববর্মা জানান, ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বিশ্রামগঞ্জ গ্রামীণ ব্যাংকে যোগাযোগ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁকে জম্পুইজলা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো সমাধান মেলেনি।

দুর্গাপূজার সময় ভাতার টাকা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ মদন দেববর্মা। তাঁর দাবি, অবিলম্বে ভাতা পুনরায় চালু করে পাওনা টাকা প্রদান করতে হবে, যাতে অন্তত নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটানো সম্ভব হয়।

এদিকে এলাকায় এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা প্রশাসনের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স কেরালায় ত্রিপুরার অ্যাথলেটদের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ত্রিপুরার অ্যাথলেটদের প্রস্তুতি জোড় কদমে। আগামী ৫-৯ নভেম্বর কেরালায় হবে এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। এতে ভারতীয় দলের হয়ে অংশগ্রহণ করবে ত্রিপুরার ১৬ জন অ্যাথলেট। প্রত্যেকেই এখন নিজ নিজ মাঠে নিজ নিজ ইভেন্টে ভালো পারফরমেন্সের লক্ষ্যে প্রতিদিন দুই বেলা অনুশীলন করছেন। এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসলে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ১ নভেম্বর রাজ্য দল কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। আসরে ভালো ফলাফলের জন্য রওয়ানার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অনুশীলন করবেন। জাতীয় স্তরে বরাবরই রাজ্যের মাস্টার্স আখলেটরা ভালো ফলাফল করেন। আন্তর্জাতিক আসরেও অ্যাজ্যের আখলেটরা সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আসন্ন এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটেও রাজ্যের অ্যাথলেটরা ভালো ফলাফল করবেন বলে ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা আশাবাদী। ত্রিপুরার পাঁচ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ভারতীয় দলের হয়ে এবারকার এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে অংশগ্রহণ করবেন। তাঁরা হলেন জবা পাল দত্ত, গায়েত্রী মজুমদার, চন্দনা দাস সাহা, দেবী রানী দাস, শেফালী বর্ধন, মিতালি দেবনাথ, কবিতা দাস, সবিতা দাস, শাহানারা বেগম, স্বপ্না পাল ও পূর্ণিমা দাস। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন অ্যাথলেট এগিয়ে চলো সংঘ আয়োজিত হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজেদের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছেন।

ভিনু মানকর ক্রিকেটে অংশ নিতে ত্রিপুরা দল দিল্লি থেকে দেরাদুন যাবে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দিল্লি একাডেমি দলের বিরুদ্ধে খেলার মধ্য দিয়ে রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছেন। মূলতঃ ভিনু মানকর ট্রফির প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে রাজ্য অনূর্ধ ১৯ পুরুষ ক্রিকেট দল এখন দিল্লিতে অনুশীলনে ব্যস্ত। ভিনু মানকর ট্রফি হবে দেরাদুনে। আগামী ৯ অক্টোবর ত্রিপুরার প্রথম ম্যাচ হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। এরপর যথাক্রমে হায়দ্রাবাদ, কর্ণাটক, ছত্তিশগড় এবং চন্ডিগড় এর বিরুদ্ধে খেলতে হবে। গ্রুপে ত্রিপুরা দলের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিটি দল-ই বেশ শক্তিশালী। দিল্লি থেকেই ত্রিপুরা দলটি দেরাদুনে পৌঁছে যাবে। প্রস্তুতি সফরে রাজ্য দলের সঙ্গে অতিরিক্ত ক্রিকেটাররা ফিরে আসবেন শহরে।

ইতোমধ্যে দিল্লিতে বেশ ক-টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের মনোবল কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছে। এবারকার ভিনু মানকরের জন্য সম্ভাব্য রাজ্য দল হলো: দেবাংশু দত্ত (অধিনায়ক), রাকেশ রুদ্র পাল (সহ অধিনায়ক), সিদ্ধার্থ দেবনাথ, অর্কজিৎ পাল, দীপঙ্কর ভাটনগর, অর্কজিত সাহা, মোঃ মাহিন চৌধুরী, আয়ুষ অনিল দেবনাথ, সাগর সূত্রধর, অভ্রজিত দাস, দেবজ্যোতি পাল, পৃথ্বীরাজ গোপ, আরিফ মিয়া, দ্বীপ দেব, শুভজিৎ সঞ্জীব দাস, রিয়াদ হোসেন, রাহুল বর্মন ও অভিক পাল।

বিশ্বকাপেও ভারত-পাক বিতর্ক! আজাদ কাশ্মীরের কথা বলে রবির ম্যাচের আগে উত্তাপ বাড়িয়ে দিলেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক

এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কের রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই মহিলাদের বিশ্বকাপে তৈরি হল নতুন বিতর্ক। আরও এক বার জড়িয়ে পড়ল রাজনীতি।

বিতর্কের কেন্দ্রে পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক সানা মির। তিনি হঠাৎই 'আজাদ কাশ্মীর'-এর কথা টেনে আনেন। এ বারের বিশ্বকাপে মির ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। পাকিস্তান-বাংলাদেশ ম্যাচে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করেন।

ধারাভাষ্য দিতে গিয়ে পাকিস্তান দল সম্পর্কে মির বলেন, "পাকিস্তানের এই দলটা কমবয়সি ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি। অনেক ক্রিকেটারই নতুন। নাতালিয়া (পারভেজ) কাশ্মীর, আজাদ কাশ্মীরের মেয়ে। লাহোরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছে।"

মিরের এই মন্তব্যের পরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, আইসিসি কেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না? কেন তাঁকে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে না? আইসিসি-র নিয়মে পরিষ্কার বলা আছে, ক্রিকেটে রাজনীতি আনা যাবে না। সদ্যসমাপ্ত এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে, খেলা চলাকালীন এবং পরে বার বার রাজনীতি জড়িয়ে পড়েছে। কখনও দুই দলের ক্রিকেটারেরা, কখনও বা বোর্ড কর্তারা রাজনৈতিক মন্তব্য করেছেন। শেষে রাজনৈতিক কারণেই ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-সহ গোটা ভারতীয় দল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির কাছ থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে মহিলাদের বিশ্বকাপে তৈরি হল নতুন বিতর্ক, যেখানে আগামী রবিবার দুই দেশ মুখোমুখি হচ্ছে।

'ভারতে ফিরতে পেরে গর্বিত', চলতি বছরেই কলকাতায় আসছেন মেসি, ঘোষিত সফরসূচি

চোদ্দ বছর আগে যুবভারতী স্টেডিয়াম সাক্ষী থেকেছিল মেসি-মায়ার। দেশের জার্সিতে অধিনায়কত্বের সূচনাটা সেদিন ভারতীয় ফুটবলের রাজধানীতে করেছিলেন তিনি। আবারও যুবভারতীতে ফিরছেন তিনি, বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হয়ে। দশমীর সকালেই লিওনেল মেসির ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। ম্যানেজমেন্টের জারি করা বিবৃতিতেই মেসি বলেছেন, "ভারত খুব স্পেশাল একটা দেশ। তাই সেখানে আবারও যেতে পারাটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের। ১৪ বছর আগে ভারত সফরে গিয়েছিলাম, সেখানে দারুণ স্মরণীয় মুহূর্ত কাটিয়েছিলাম।" জানা গিয়েছে, ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে থাকবেন মেসি। প্রথমেই তিনি কলকাতায় পা রাখবেন। সেখান থেকে মুম্বই এবং নয়াদিল্লিতে যাবেন। তবে ভারতে এসে আরও একটি শহরে যাবেন মেসি, সেই শহরের নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। মেসির এই সফরের অন্যতম আকর্ষণ 'গোট কনসার্ট'। প্রাথমিকভাবে অবশ্য এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হতে চলেছে এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবল স্টেডিয়াম যুবভারতীতে। সেখান থেকে যাবেন লেকটাউনে, নিজের মূর্তি উদ্বোধন করতে। তারপর আরও একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে আর্জেন্টাইন ম্যাজিশিয়ানের। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করবেন এলএমটেন। কলকাতা থেকে মুম্বই পাড়ি দেবেন মেসি। ১৪ ডিসেম্বর মেসি যাবেন মুম্বই। যেখানে অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে। উপস্থিত থাকবেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিস। এছাড়াও ওই স্টেডিয়ামে প্যাডেল গোট কাপে দর্শক হিসাবে মাঠে থাকবেন মেসি। ভারতের ক্রীড়া এবং বলিউড দুনিয়ার বহু তারকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাঁর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও দেখা করবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

ঝড় এমবাপে-হ্যারি কেনের, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে 'ফাইভ স্টার' পারফরম্যান্স রিয়াল-বায়ার্নের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কাজাখস্তানের ক্লাব কাইরাত আলমাতিকে গোহারান হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। বিপক্ষের ডেরায় গিয়ে এমবাপের হ্যাটট্রিকে তাদের ৫ গোলের মালা পরিয়েছে রিয়াল। অন্যদিকে, হ্যারি কেনের জোড়া গোলের সুবাদে বড় জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও।

ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলতে থাকে রিয়াল। স্কোরশিটে প্রথম নাম তোলেন কিলিয়ান এমবাপে। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি ফরাসি তারকা। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রিয়ালের হয়ে ব্যবধান বাড়ান এমবাপে। ৫২ মিনিটের পর ৭৩ মিনিটেও গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। ৮৩ মিনিটে কামাভিঙ্গা এবং যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে দিয়াজের গোলে ৫ গোলে জয় পায় রিয়াল।

শনিবার মাদ্রিদ ডার্বিতে অ্যাটলেটিকোর কাছে ৫-২ গোলে হেরে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কাইরাতকে হারিয়ে অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করলেন এমবাপেরা। ৬৮ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখেছিল তারা।

গোলমুখী শট নিয়েছিল ২০টি। এর মধ্যে ১২টিই লক্ষ্যে।

অপর ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে পরাস্তদস্ত পাফোস এফসি। প্রথমার্ধেই বিপক্ষের জালে চারবার বল জড়িয়ে দেয় জার্মানির দল। ১৫ মিনিটে বায়ার্নকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন।

পাঁচ মিনিট পরেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রাফায়েল গুয়েরেইরো। ৩১ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে তৃতীয় গোল নিকোলাস জ্যাকসন।

৩৪ মিনিটে ফের গোল হ্যারি কেনের। প্রথমার্ধ শেষের আগে ওরসিচ ব্যবধান কমালেও লাভের লাভ কিছু হয়নি। ৬৮ মিনিটে রিয়ালকে ৫-১ গোলে এগিয়ে দেন মাইকেল ওলিসে। সেটাই ছিল জয়সূচক গোল।

১১৩ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে উড়ে গিয়ে সামলাতে হবে ভারতকে, রবিবারের ম্যাচের আগে কী বলছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক?

বিশ্বকাপের শুরুটা এরকম হবে, ভাবেনি পকিস্তান। ১১৩ বল বাকি থাকতে বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটে হেরে গিয়েছে ফতিমা সানার দল। পরের ম্যাচেই সামনে ভারত। রবিবার হরমনপ্রীত সিংহদের মুখোমুখি হওয়ার আগে পাকিস্তান অধিনায়ক স্বীকার করে নিলেন, তাঁরা চাপে রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার হারার পর ফতিমা পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষের নাম নেননি। ভারতের নাম না করেই তিনি বলেন, "আমাদের অনেকেই প্রথম বার বিশ্বকাপে খেলছে। ফলে চাপ যে রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরা প্রত্যেকে ম্যাচ জেতাতে পারে। আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করব। আমাদের কেবল নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে।"

বাংলাদেশের কাছে এ ভাবে কেন হারতে হল, জানতে চাইলে তিনি বলেন, "প্রথম ওভারেই আমরা দু'উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওখানেই ম্যাচটা হাতছাড়া হয়ে যায়। শুরুতেই আমাদের ব্যাটিং ভেঙে পড়ে। ফাস্ট বোলারদের জন্য এটা বেশি ভাল পিচ ছিল।"

বৃহস্পতিবার মাত্র ১২৯ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন ফতিমা। ৩৮.৩ ওভারে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। জবাবে ৩১.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জিতে যায় বাংলাদেশ।

ঋজুর নেতৃত্বে রাজ্যদল প্রথম ম্যাচ খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। প্রস্তুতি সফর এখন শেষের পথে। আগামী ৮ অক্টোবর থেকে রাজ্য দল জাতীয় আসরে মাঠে নামবে মহিলাদের সিনিয়র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। রাজ্যদলের খেলোয়াড়রা ইতোমধ্যে চন্ডিগড়ের প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদের প্রস্তুত করে তুলছেন। মহিলাদের সিনিয়র ক্রিকেটে রাজ্যদলের অধিনায়কের দায়িত্বে থাকছেন ঋজু সাহা। গোয়ালিয়রে জাতীয় সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটের প্রস্তুতি সফরের জন্য ২০ সদস্যক রাজ্য সিনিয়র মহিলা দল প্রস্তুতি সফরে বেশ কটি ম্যাচ খেলে নিয়েছেন। চণ্ডীগড়ে রাজ্য মহিলা দল একটি টুর্নামেন্টে তিনটি মাচ খেলছেন। ২০ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল হলো: ঋজু সাহা (অধিনায়ক), মৌচৈতি দেবনাথ, প্রিয়াঙ্কা আচার্থী (সহ অধিনায়ক), মৌটুসী দে, নিকিতা দেবনাথ, অগ্রপূর্ণী বাস, অন্বেষা বাস, মামন রবি দাস, ইন্দ্ররাণী জমাতিয়া, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, ঝুমকি দেবনাথ, পুজা দাস, সুপ্রিয়া দাস, তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক, রোহিনী মানে, সেবিকা দাস, মমিতা দেব ও সুলক্ষণা রায়। চিফ কোচ সারন্য আর এস। সহকারী কোচ শুভ্র পাল। প্রথম ম্যাচ রাজ্য দল গোয়ালিয়রে ক্যাপ্টেন রূপ সীং স্টেডিয়ামে খেলবে। পরবর্তী ম্যাচ যথাক্রমে নয় অক্টোবর হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে, ১১ অক্টোবর কর্নাটকের বিরুদ্ধে, ১৩ অক্টোবর হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে, ১৫ অক্টোবর ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে, ১৭ অক্টোবর উড়িষ্যার বিরুদ্ধে এবং ১৯ অক্টোবর অন্ধ্রের বিরুদ্ধে খেলবে। ইতোমধ্যে রাজ্য দল প্রস্তুতি ম্যাচের কমপ্লেক্স থেকে গোয়ালিয়রে প্রতিযোগিতা স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাবে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসার টিকিট পেল আরও এক দেশ, বাকি আর চার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ছাড়পত্র আদায় করে নিল আরও এক দেশ। আফ্রিকা আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার তানজানিয়াকে ৬৩ রানে হারিয়ে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে নামিবিয়া। তারা ১৬ নম্বর দেশ হিসাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। বাকি থাকল আর চারটি দেশ।

পরের বছরের বিশ্বকাপ খেলার জন্য আফ্রিকা থেকে যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে রয়েছে আর একটি দেশ। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে জিম্বাবোয়ে এবং কেনিয়া অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে। যারা জিতবে তারা বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। ফাইনাল শনিবার।

নামিবিয়ার আগে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে ১৫টি দেশ। কেনিয়া বা জিম্বাবোয়ে ১৭তম দেশ হিসাবে খেলবে। বাকি তিনটি দেশ আসবে এশিয়া-প্যাসিফিক যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে। সেটি ৮ অক্টোবর থেকে শুরু ওমানে। জাপান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, নেপাল, ওমান, পাপুয়া নিউ গিনি, কাতার, সামোয়া এবং আমিরশাহি তিনটি জায়গার জন্য খেলবে।

এই নিয়ে চতুর্থ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে চলেছে নামিবিয়া। ২০২১, ২০২২, ২০২৪-এ খেলেছে তারা। ২০২২-এ তারা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ হিসাবে খেলবে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। এ ছাড়া আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আমেরিকা, পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং ইটালি যোগ্যতা অর্জন করেছে।

ইরানি ট্রফিতে অবশিষ্ট ভারতকে পিছিয়ে চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে বিদর্ভ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর।। ইরানি ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে বিদর্ভ এগিয়ে। অবশিষ্ট ভারত টিম প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকার কারণে বিধর শিবিরে অনেকটা খুশির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত ইরানি কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ। নাগপুরের জামাথা বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন খেলছে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া তথা অবশিষ্ট ভারত টিমের সঙ্গে। এক অক্টোবর বুধবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রথম দিন পুরোটা এবং দ্বিতীয় দিনের প্রথম বেলায় ব্যাট চালিয়ে বিদর্ভ ১০১.৪ ওভারে ৩৪২ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে ব্যাট করতে নেমে অবশিষ্ট ভারত ৬৯.৫ ওভারে ২১৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। ১২৮ রানে এগিয়ে থেকে বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৩৬ ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে বিদর্ভ এই মুহূর্তে ২২৪ রানে এগিয়ে রয়েছে। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে বিদর্ভ এক কদম চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে পথ প্রশস্ত করে রেখেছে। তেমন কোন অঘটন না ঘটলে এবারকার ইরানি ট্রফি যাবে বিদর্ভের ঘরে। প্রথম ইনিংসে বিদর্ভের পক্ষে ওপেনার অথর্ব তাইদে-র ১৪৩ রান এবং রাঠুরের একানব্বই রান বেশ উল্লেখযোগ্য। রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার আকাশদীপ এবং এমজে শুটার তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে রজত পতিদার সর্বাধিক ৬৬ রান সংগ্রহ করেন। বিদর্ভের ঠাকুর ৬৬ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিলেন।

১২৯ রানে শেষ! বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটে হেরে রবিবার ভারতের মুখে পাকিস্তান

মহিলাদের বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে হেরে গেল পাকিস্তান। বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটে হেরে রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ফতিমা সানার দল।

বৃহস্পতিবার মাত্র ১২৯ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন সানা। ৩৮.৩ ওভারে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। জবাবে ৩১.১ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জিতে যায় বাংলাদেশ।

ম্যাচের একেবারে প্রথম ওভার থেকেই সমস্যায় পড়ে পাকিস্তান। মারুফা আকতার পর পর দু'বলে আউট করেন ওমাইমা সোহেল ও সিদরা আমিনকে। দু'জনেই নিজেদের প্রথম বলে বোল্ড হন। তৃতীয় উইকেটে ৪২ রান যোগ করেন মুনিবা আলি (১৭) ও রামিন শামিম (২৩)। কিন্তু নাহিদা আকতার পর পর দু'ওভারে দুই ব্যাটারকে ফিরিয়ে পাকিস্তানকে ধাক্কা দেন। ৪৭ রানে ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর পাকিস্তান আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। আলিয়া রিয়াজ (১৩), সিদরা নওয়াজ (১৫), ফতিমা সানা (২২), নাতালিয়া পারভেজ (৯) রান পাননি। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে শোরনা আকতার সেরা ছিলেন। তিনি ৩ উইকেট নেন। ব্যাট হাতে বাংলাদেশকে জেতান রুবিয়া হায়দার। তিনি অপরাজিত ৫৪ রানের ইনিংস খেলেন। ৩৫ রানে ২ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর রুবিয়া এবং অধিনায়ক নিগার সুলতানা (২৩) তৃতীয় উইকেটে ৬২ রান যোগ করেন। এরপর আর জিততে সমস্যা হয়নি বাংলাদেশের।

অজিভূমে আগ্রাসন! ভারতীয় যুব দলের দাপটে ইনিংসে হার অস্ট্রেলিয়ার

অজিদের ডেরায় তাণ্ডব দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতের অনূর্ধ-১৯ দল। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম টেস্টে এক ইনিংস এবং ৫৮ রানে হারাল বৈভব সূর্যবংশী, আয়ুষ মাত্রেরা। দুই ম্যাচের সিরিজে আপাতত এগিয়ে গেল ভারতীয় যুব দল।

ব্রিসবেনে ইয়ান হিলি ওভালে প্রথম দিন ২৪৩ রানে অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় দিন ৭৮ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নতুন নজির গড়ে বৈভব। শেষমেশ ৮৬ বলে ১১৩ রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরে ভারতের এই বিস্ময় প্রতিভা। এরপর বেদান্ত ত্রিবেদীর ১৪০ রানের ঝকঝকে ইনিংসের সুবাদে ভারতীয় যুব দল প্রথম ইনিংসে তোলে ৪২৮ রান। অর্থাৎ ১৮৫ রানের বিশাল লিড পায় ভারত।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে ভারত। মাত্র ১২৭ রানে শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের হয়ে দীপ্তেশ দেবেন্দ্রনের শিকার ৩ উইকেট। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও উজ্জ্বল ১৭ বছরের এই ক্রিকেটার। খিলান প্যাটেল নিয়েছে ৩ উইকেট। অনমোলজিৎ সিং এবং কিষাণ কুমারের সংগ্রহ দু'টি করে উইকেট। ভারতীয় যুব দলের পরবর্তী টেস্ট ৭ অক্টোবর থেকে। প্রথম ইনিংসে যেভাবে ব্যাট করেছে বৈভব, তাতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ ক্রিকেটমহল। তার ইনিংসটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। এর আগে এই নজিরটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার লিয়াম ব্ল্যাকফোর্ডের দখলে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ইংল্যান্ড অনূর্ধ-১৯ দলের বিপক্ষে ১২৪টি বলে শতরান করেছিলেন। ১৪ বছর ১৮৮ দিন বয়সে অস্ট্রেলিয়ায় যুব টেস্টে সেঞ্চুরি করা সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার এখন বৈভব।

এশিয়া কাপের করমর্দন বিতর্ক বিশ্বকাপেও! পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে রবিবার হাত মেলানো নয়, হরমনপ্রীতদের বলে দিল বোর্ড

এশিয়া কাপের করমর্দন বিতর্ক মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপেও চলবে। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারতের ক্রিকেটারেরা। টসের পর, এমনকি খেলা শেষেও করমর্দন হয়নি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ট্রফিও নেননি সূর্যকুমার যাদবেরা। সেই বিতর্ক এখনও চলছে। তার মধ্যেই নতুন খবর পাওয়া গিয়েছে। একই কাজ করতে দেখা যাবে হরমনপ্রীত কউরদেরও। রবিবার শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় পাকিস্তানের মহিলা দলের মুখোমুখি ভারত। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জানিয়েছে, বোর্ড স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, হাত মেলানো যাবে না। এক সূত্র বলেছে, "বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটারেরা হাত মেলাবেন না। বোর্ডের কর্তারা দলকে এই বার্তা দিয়ে দিয়েছেন। সেই কথা মেনে চলবেন ক্রিকেটারেরা।" এই রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবারের ম্যাচেও করমর্দন দেখা যাবে না হরমনপ্রীত কউর ও ফাতিমা সানার মধ্যে।

তবে 'বিবিসি'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই বিষয়ে ধোঁয়াশা রেখে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া। তিনি বলেন, "আমি এখনই কিছু বলব না। তবে ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একই রয়েছে। তাতে কোনও বদল হয়নি। সব নিয়ম মেনে কলম্বোতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। আমি শুধু এটাই বলতে পারি যে এমসিসি-র সব নিয়ম মানা হবে। তবে করমর্দন বা আলিঙ্গন হবে কিনা সেই বিষয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করতে পারছি না।" শইকীয়ার কথা শুনে জল্পনা শুরু হয়েছে, তবে কি দু'দেশের মহিলা ক্রিকেটারেরা একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাবেন? তা হয়তো হবে না। শইকীয় ক্রিকেটের নিয়মের কথা বলেছেন। নিয়মে কোথাও লেখা নেই যে হাত মেলানো বাধ্যতামূলক। এটা ক্রিকেটের সৌজন্য। ফলে হাত না মেলালেও নিয়ম ভাঙবে না ভারত। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শুরু করেছে ভারত। সেই ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের ক্রিকেটার আমনজ্যোৎ কউরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে কি তাঁরা হাত মেলাবেন? এই প্রশ্নের কোনও জবাব আমনজ্যোৎ দেননি। এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। আমনজ্যোৎ বলেন, "একটা করে ম্যাচ ধরে এগোচ্ছি। এই ম্যাচ শেষ হয়েছে। আমরা জিতেছি। এটাই বড় কথা।" হতে পারে আমনজ্যোৎ এখনও জানেন না, দল কী সিদ্ধান্ত নেবে। সেই কারণে মুখ খোলেননি তিনি।

ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত আমেরিকা

দুবাই।। ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত হল আমেরিকা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একাধিক নিয়ম না মানার জন্যই আমেরিকাকে নির্বাসিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইসিসি।

এক বছর ধরে আমেরিকার ক্রিকেটের উপর নজর রেখেছিল আইসিসি। তার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমেরিকা যে নিয়মগুলি মানেনি বলে আইসিসি জানিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো তৈরি করতে না পারা, আমেরিকার অলিম্পিক এবং পারালিম্পিক কমিটির স্বীকৃতি আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া এবং আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভাবমূর্তি নষ্ট করা।

গত টি-টেয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল আমেরিকা। তার এক বছরের মধ্যেই নির্বাসিত হতে হল তাদের। এর মধ্যে আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেট ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করেছে। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিও টাকা ঢালতে শুরু করেছে।

আমেরিকাকে নির্বাসিত করা হলেও আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে তাদের প্রতিযোগিতায় আমেরিকার খেলতে কোনও বাধা নেই। ফলে, আগামী বছর টি-টেয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে পারবে আমেরিকা। ২০২৮ সালের অলিম্পিক্স আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে।

আসছে বছর আবার হবে...

বিলোনিয়ায় রাবণবধের মধ্য দিয়ে দশেরা উৎসবের সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ অক্টোবর: অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির আশীর্বাদের জন্য বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো আনন্দমুখর দশেরা উৎসব। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় এগারোটায় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত রাবণবধের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বিলোনীয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আয়োজনে দশেরা উৎসব শুরু হয় আতশবাজি ও রঙিন আলোয় ভাসমান রোসনাই দিয়ে। এ বছরও উৎসবকে ঘিরে দর্শকের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। নবমীর রাতের পরেই দশমী উদযাপন করা হয়, যেখানে মহিলারা তেল, সিঁদুর ও মিষ্টি দিয়ে মা দুর্গাকে বিদায় জানান।

এই শুভক্ষণে উপস্থিত ভক্তরা রাবণবধ দেখে অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির কামনা করেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে অনুভূত হয় এক অনন্য ভক্তি ও উৎসবমুখর আবহ। উৎসবের সমাপনী দিনে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে হাজারো মানুষের সমাগম হয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় দশেরা উৎসবের এই মহোৎসব। স্থানীয়রা জানান, প্রতিটি বছর এ ধরনের আয়োজন তাদের মধ্যে এক বিশেষ আনন্দ ও ঐতিহ্যের অনুভূতি জাগায়।

জমি সংক্রান্ত রেষারেষিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ অক্টোবর: জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল উদয়পুর ছাতারিয়া এলাকা। শুক্রবার ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় চারজন বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে চলা জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে এদিন ভোরে তর্কাতর্কি শুরু হয় শাহানুর রহমান ও তার পরিবারের সঙ্গে পিসততো ভাই আক্তার হোসেনের। অভিযোগ, কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর আক্তার হোসেন তার চার ছেলেশাহ আলম হোসেন, জাহাঙ্গীর হোসেন, শরীফ হোসেন ও আলমগীর হোসেনসহ জামাই তাকিস মিয়াকে নিয়ে শাহানুর রহমান ও তার স্ত্রী-সহ পরিবারের চার সদস্যের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।

রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে চারজনই সেখানে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার খবর পেয়ে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। জানা গেছে, পুলিশ এবং এলাকার জনপ্রতিনিধি প্রধান মিলে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের দাবি, সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে আক্তার হোসেনের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, পুলিশ ও প্রধান নাকি সংবাদমাধ্যমকে সহযোগিতা না করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে পুরো ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে জমি নিয়ে রক্তাক্ত ঘটনায় ছাতারিয়া এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। আহতদের পরিবার দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে লঙ্কাকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩ অক্টোবর: বিশ্রামগঞ্জ বাজারে লঙ্কাকাণ্ড। গৃহবধূ সহ তার বাবার বাড়ির লোকেদের পুলিশ হাতে তুলে দিল ব্যবসায়ীরা। এক গৃহবধূ সহ তার নিকট আত্মীয়দের বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের হাতে তুলে দিলো বিশ্রামগঞ্জ রাজা চৌমুহনী এলাকার ব্যবসায়ী সহ পথচারীরা।

জানা যায়, বিশালগড় মধ্য লক্ষীবিল এলাকার আঞ্জুমান রহমান নামে ২১ বছরে এক বিবাহিত যুবতী আগরতলা অভয়নগর স্বামীর বাড়ি থেকে গত ২৭ শে অক্টোবর নিখোঁজ হয়ে যায়।

১লা অক্টোবর নিখোঁজ গৃহবধূকে উদ্ধার করে আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ। তারপর সেই গৃহবধূকে বিশ্রামগঞ্জ ডিপিআরসি পুনর্বাসন সেন্টারে পাঠিয়ে দেয় প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেন্টার থেকে গৃহবধূকে তার বাবার বাড়ির লোকেরা যখন বিশালগড় মধ্য লক্ষীবিল নিজ বাড়িতে নিয়ে আসার পথে বিশ্রামগঞ্জ রাজা চৌমুহনী এলাকায় গৃহবধূ গাড়ি থেকে আচমকায় চিৎকার করতে শুরু করে।

বাজার ব্যবসায়ীদের সন্দেহ হওয়াতে গাড়িটিকে আটক করার পর গৃহবধূ অঞ্জুমান রহমান বলেন তার বাবার বাড়ির সদস্যরা তার উপর আক্রমণ করে। সে তার বাবার বাড়িতে যেতে রাজি নয়। পরবর্তী সময়ে বাজার ব্যবসায়ী সহ পথচারীরা খবর দিলে বিশ্রামগঞ্জ থানায় পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে সকলকে থানায় নিয়ে আসে।

জানাযায় গৃহবধূ শারীরিক দিক দিয়ে কিছুটা অসুস্থ রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাজার চত্বরে দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনা। পরবর্তী সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ সমস্ত তদন্তক্রমে গৃহবধূকে তার বাবার বাড়ির সদস্যদের হাতে তুলে দেয়। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা জানান গৃহবধূ মানসিকভাবে কিছুটা অসুস্থ রয়েছে।

তাই সে রাস্তায় উল্টোপাল্টো কথা বলছে।

সমস্ত তদন্ত প্রক্রিয়া শেষে গৃহবধূকে বাবার বাড়ির লোকেদের হাতে তুলে দেয়। তবে থানা চত্বরে গৃহবধূ চিৎকার করে বলতে থাকে আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে আমার বাবার বাড়ির সদস্যরা। অন্যদিকে জানা যায় গৃহবধূ তার প্রথম স্বামীকে ফেলে সোনামুড়া এলাকায় কোন এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছে।

নরসিংগড় ডিটেনশন সেন্টার থেকে ১০ নাবালক পলায়ন, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: সপ্তমীর রাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার নরসিংগড় ডিটেনশন সেন্টার থেকে একসঙ্গে ১০ জন নাবালকের পলায়নের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পালিয়ে যাওয়া নাবালকরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নাগরিক এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলায় আটক ছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতের অন্ধকারে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তারা সেন্টার থেকে পালিয়ে যায়। বিষয়টি জানার পরও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ফলে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি ধর্মনগর সাব-জেল থেকে বন্দি পলায়নের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নরসিংগড় ডিটেনশন সেন্টার থেকে এ ধরনের ঘটনা নতুন করে প্রশাসনকে বিব্রত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে।

স্থানীয়দের মধ্যে এই ঘটনার ফলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে নরসিংগড় ডিটেনশন সেন্টারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার যথাযথতা যাচাই ও কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। প্রশাসন এ ব্যাপারে এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি। তবে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

নিজ হাতে দুর্গা প্রতিমা গড়ে নজর কাড়ল ১৫ বছরের কংকজ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: মাত্র ১৫ বছর বয়সেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিল কাঞ্চনমালা ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কংকজ রায় উরফে জিৎ। নবম শ্রেণীর ছাত্র কংকজ এ বছরও নিজ হাতে দুর্গা প্রতিমা গড়ে পূজার আয়োজন করে গোটা এলাকাকে তাক লাগিয়েছে। কঞ্চনমালা এলাকার লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র কংকজের বাবা নিবাস রায় পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। পরিবারের সাধারণ আর্থিক অবস্থার মধ্যেও তার প্রতিভা ও একাগ্রতায় জন্ম নিয়েছে দেবী দুর্গার প্রতিমা। এর আগে টানা দুই বছর ধরে বাড়িতেই প্রতিমা গড়ে পূজার আয়োজন করেছে সে। তবে গত বছর থেকে এলাকাজুড়ে কংকজের প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়ে। এই বছরও বাবা নিবাস রায় ও মা রাখি রায়ের সহযোগিতায় কংকজ নিজ হাতে প্রতিমা গড়ে পূজার আয়োজন করে। এলাকার মানুষ থেকে আত্মীয়-পরিজন সকলে মুগ্ধ হয়েছে তার এই উদ্যোগে। হিন্দু শাস্ত্রের নিয়ম-নীতি মেনে সোমবার থেকে পুরোহিত দ্বারা দেবী দুর্গার সপ্তমী বিহিত পূজা শুরু হয়। কংকজের মা-বাবা সহ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এতো অল্প বয়সে এরকম প্রতিভা ফুটে উঠবে তা তারা কখনো ভাবেননি। সোমবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয় কংকজ।

লাকড়ি নেওয়াকে কেন্দ্র করে বারবিল এলাকায় উত্তেজনা, ভাঙচুর ও মহিলা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ অক্টোবর: বারবিল এলাকায় লাকড়ি নেওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় ভাঙচুর করা হয়েছে একটি গাড়ি, এমনকি বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে মারধর করা হয়েছে এক মহিলাকে। বর্তমানে গুরুতর আহত ওই মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মহানবমীতে দুর্গাবাড়িতে পূজার্চনায় স্বপরিবারে উপস্থিত সাংসদ রাজীব

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : আজ মহানবমীর পুণ্যলগ্নে আগরতলার ঐতিহাসিক দুর্গাবাড়িতে স্বপরিবারে উপস্থিত হয়ে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। দেবী আরাধনার এই শুভক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণ ছিল উপচে পড়া ভক্তসমাগমে মুখরিত।

দেবী মহাগৌরী রূপে আজ মহিষাসুরমর্দিনীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পূজার্চনার পর দেবীর চরণে প্রার্থনা জানিয়ে সাংসদ রাজীব বলেন,

এই পবিত্র দিনে মা দুর্গার চরণে প্রার্থনা করিতিনি যেন সারা বিশ্বের মঙ্গল ও মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন।

দুর্গাবাড়ি মন্দিরে এদিন সকাল থেকেই চলে মহানবমীর বিশেষ পুজো, চণ্ডীপাঠ, অঞ্জলি ও প্রসাদ বিতরণ। নবমীর এই মহামুহূর্তে রাজ্যবাসীর পাশাপাশি বহু দর্শনার্থীও ভিড় জমান আগরতলা দুর্গাবাড়িতে। সার্বিকভাবে পূজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহে মাতোয়ারা গোটা শহর।

ধর্মনগরে ফের দুঃসাহসিক চুরি

ধর্মনগর, ৩ অক্টোবর: ধর্মনগরে ফের একবার চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটল। মহানবমীর রাতে শহরের ব্যস্ত অফিস টিলা এলাকায় একটি ওষুধের দোকানে দুঃসাহসিক চুরি চালালো কুখ্যাত চোর। দোকানের টিনের চাল কেটে ভিতরে ঢুকে নগদ টাকা সহ মূল্যবান ওষুধ লুট করার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, চুরি হওয়া দোকানটি দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় সুপরিচিত। দোকানের মালিক সকালে দোকান খুলতে গিয়েই দেখতে পান, টিনের চাল কাটা অবস্থায় রয়েছে এবং দোকানের ভিতর জিনিসপত্র এলোমেলো। সঙ্গে সঙ্গেই খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ঘটনায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুজোর ভিড় এবং ব্যস্ততার মধ্যেও নিরাপত্তার অভাবে ক্ষুব্ধ তাঁরা। দ্রুত চোরকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী।

বিশাল পরিমাণ এসকফ সিরাপ উদ্ধার

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : পিআর বাড়ি থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ এসকফ উদ্ধার করেছে পুলিশ। "অপারেশন শুদ্ধি" অভিযানের আওতায়, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন এসআই বিকাশ দেবনাথ, এসআই নিরণ দেববর্মা এবং তাঁদের সঙ্গী পুলিশ সদস্যরা।

জানা যায়, অভিযান চালানো হয় বাহাদুরটিল্লা এলাকার বাসিন্দা মণীন্দ্র পালের বাড়িতে, যেটি বর্তমানে সঞ্জিত পাল (বয়স ৪২) ব্যবহার করছিলেন। অভিযানের সময় ওই বাড়ির বারান্দা এবং একটি নবনির্মিত অংশে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৯টি ক্যাটন বাক্স উদ্ধার করে। এই ৯টি ক্যাটনের ভিতরে মোট ১২৪৭ বোতল এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। অনুযায়ী নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত মাদকদ্রব্য হিসেবে বিবেচিত।

আরও জানা যায়, অভিযুক্ত সঞ্জিত পালকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি এবং তিনি বর্তমানে পলাতক। পুলিশ জানিয়েছে যে, তাঁকে খুঁজে বের করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। উদ্ধারকৃত কফ সিরাপের নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এবং সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জব্দকৃত সামগ্রী থানায় সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সংগীত জগতে এক সীমাহীন অবস্থান দখল করে আছেন রাজ্যের কৃতি সন্তান শচীন কর্তা : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রাঙ্গণে সুর সম্রাট শচীন দেববর্মনের ১২০তম জন্মদিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা বলেন, শচীন দেববর্মন জাতি ও জনজাতির মধ্যে মেলবন্ধনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ত্রিপুরাবাসী হিসেবে আমরা তাঁর মতো একজন সঙ্গীত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গর্ব অনুভব করি। শচীন দেববর্মনের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি শুধু ত্রিপুরার গর্বই নন, সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর সৃষ্টিতে যেমন ধরা পড়ে মাটির টান, তেমনই রয়েছে উচ্চমানের শিল্পসত্তার নিপুণ প্রকাশ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের তরুণ প্রতিভাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রতিভার কোনো অভাব নেই। প্রয়োজন শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস এবং নিয়মিত চর্চার। সঙ্গীত হোক কিংবা অন্য কোনো শিল্প প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেদের সৃষ্টিশীলতাকে আরও বেশি করে অনুশীলনের মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আজকের দিনে যাঁরা সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের দায়িত্ব আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা। নিজেদের সৃষ্টি ও গবেষণাকে আরো গভীর করে তুলতে হবে যাতে আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে পারি। সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব এটাই শচীন দেববর্মনের শিক্ষা। তাঁর কথায়, সংগীতের চাইতে ভালো কিছু আর থাকতে পারে না। সংগীত জগতে এক সীমাহীন অবস্থান দখল করে আছেন এরাজ্যের কৃতি সন্তান শচীন কর্তা। বিশ্ব বরেণ্য এই সঙ্গীতজ্ঞের সৃষ্টি সম্ভার আগামী প্রজন্মের জন্য অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে বলে মনে করেন তিনি।

বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার প্রতিবাদে বড়দোয়ালী দপ্তরে বিক্ষোভ জনতার

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: বিদ্যুৎ পরিষেবার দুরবস্থার প্রতিবাদে আগরতলার বড়দোয়ালী বিদ্যুৎ নিগম অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন সাধারণ গ্রাহকরা।

অভিযোগ, বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই, রিচার্জ করাতে এসে অফিসে দেখা যায় একটিও কর্মচারী উপস্থিত নেই।

অথচ অফিসে ফ্যান ও লাইট জ্বলছিল বলে অভিযোগ করেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা।

গ্রাহকদের অভিযোগ, রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী একদিকে বিদ্যুৎ নিগমের কাজের প্রশংসা করলেও বাস্তবে অফিসে এসে ভোক্তাদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এদিন অফিসে কর্মীদের অনুপস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ক্ষুব্ধ গ্রাহকদের বক্তব্য, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার দায়িত্ব যাদের, তারা অফিসে উপস্থিত না থেকেও সুবিধা ভোগ করছেন, অথচ সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন অবস্থায় কাটাচ্ছেন।

ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগম কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

বিয়ের আড়াই মাসের মধ্যে বধূর রহস্য মৃত্যু, থানায় বাম নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর।। নবমীর সকালে ধলেশ্বর ১৭ নম্বর রোডের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হলো এক তরুণী বধূর দেহ। মৃতার নাম সুজাতা কর্মকার (৩৯)। স্বামীর নাম হিমাদ্রী শেখর রায়। জানা গিয়েছে, দুজনেরই এটি ছিল দ্বিতীয় বিয়ে। সুজাতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বিয়ের দুদিন পরেই জানা যায় হিমাদ্রী শেখর রায় পুরুষত্বহীন। সেই ঘটনার পর থেকেই দাম্পত্য জীবনে অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, সেই অশান্তির জেরেই স্বামী হিমাদ্রী শেখর রায় ও তার মা মিলে সুজাতাকে খুন করেছে এবং ঘটনাটিকে আত্মহত্যার রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

মৃতার পরিবারের দাবি, বিয়ের সময় নগদ পাঁচ লাখ টাকা, প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ও আসবাবপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেসব স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ অর্থ সবই হিমাদ্রী নিজের দখলে নিয়েছে।

এদিকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে আজ পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন দেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি পূর্ব আগরতলা লোক্যাল কমিটি ধলেশ্বর রোড নং-১৭-এর বাসিন্দা হিমাদ্রি শেখর রায়ের স্ত্রী সুজাতা কর্মকারের মৃত্যুর সঠিক তদন্তের দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় প্রতিনিধি মূলক এক ডেপুটেশন প্রদান করে। তাদের অভিযোগ, রাজ্যে নারীরা সর্বত্র নির্য্যাতনের শিকার হচ্ছেন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। দোষীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ ভুক্তভোগী পরিবার বিচার পাচ্ছে না। দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নবমীর সকালে মাথায় হাত কৃষকের, অষ্টমী থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত চাষবাস

আগরতলা, ৩ অক্টোবর : অষ্টমীর রাত থেকেই টানা বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি জল নেমে আসার ফলে রাঙাপানিয়া নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যায়। নবমীর সকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। নদীর জল ছাপিয়ে পড়ে পার্শবর্তী চাষের জমিতে। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন স্থানীয় কৃষকরা।

নবমীর সকালেই দেখা গেল, ব্লকের নদীপাড় এলাকা জলমগ্ন। বহু নিচু জমি ইতিমধ্যেই ডুবে গেছে। কৃষকদের চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। পাকা ধান, সবজি, পাট সহ বিভিন্ন ফসল জলতলে তলিয়ে গেছে। বহু কৃষক জানিয়েছেন, এভাবে যদি আরও কয়েকদিন বৃষ্টি চলতে থাকে, তবে পুরোপুরি ফসলহানি নিশ্চিত।

এক কৃষক বলেন, অষ্টমীর দিন রাত থেকে নদীর জল বাড়তে থাকে। নবমীতে উঠে দেখি সব চাষের জমি জলের নিচে। এমন হলে তো এই বছর আর ফসল ঘরে তুলতে পারব না।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ

আগরতলা, ৩ অক্টোবর: নবমীর দুপুরে চাঞ্চল্য ছড়াল সোনামুড়ার বড়দোয়াল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর নাগাদ গ্রামের কিছু বাসিন্দা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপরই তাঁরা বিষয়টি এলাকাবাসী ও থানায় জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

এদিকে ঘটনাস্থল ঘিরে প্রচুর কৌতূহলী মানুষ ভিড় জমায়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মৃত ব্যক্তি হয়তো বাইরের কেউ, কারণ তাঁকে আগে কখনও এলাকায় দেখা যায়নি।

জলাশয় থেকে ভেসে উঠল মৃতদেহ, কমলপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩ অক্টোবর: পুজোর অষ্টমীর দুপুরে জলাশয় থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কমলপুরে। তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার পূর্ব লাম্বুছড়া পঞ্চায়েতের নবীন পাড়া এলাকায় শ্যাম চন্দ্র দেববর্মার জলাশয় থেকে ভেসে ওঠে ১ নং কলাছড়ি গ্রামের বাসিন্দা অনিল ঘোষের দেহ।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মৃত অনিল ঘোষের স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বড় ভাই শচীন্দ্র ঘোষের অভিযোগ, তার ছোট ভাইকে খুন করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, লাম্বুছড়া এলাকার আত্মিক প্রধান নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে অনিলের দীর্ঘদিনের বিবাদ ছিল। গত রবিবার মানিক ভান্ডার এলাকার এক বিদেশি মদের দোকানে অনিলকে ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা যায়। এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ হন এবং তার মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। মঙ্গলবার দুপুরে জলাশয়ের মালিক শ্যাম চন্দ্র দেববর্মা জলাশয়ের ধারে গেলে দেখতে পান, পানিতে এক ব্যক্তির দেহ ভেসে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসীর ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ও ধলাই ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas